NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ এসআইআর নিয়ে বিশেষ শিবির চালু করবে কমিশন

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে হাজিরা এড়ালেন অভিষেক ৩

কলকাতা ১৩ অক্টোবর ২০২৬ ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.10.2026, Vol. 20 Issue No. 124, 8 Pages, Price 3.00

দ্বিতীয়ার সন্ধেয় টালা প্রত্যয়ের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

পাথরে রাজস্ব আদায়ে নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আবহে পাথর খাদান থেকে রাজস্ব আদায়ে নজির গড়ল বীরভূম জেলা। সোমবার সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে সেই তথ্য তুলে ধরে জেলা প্রশাসন ও ভূমি দপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নবরাত্রির প্রথম দিনেই বীরভূমে পাথর খাদান সংক্রান্ত ডিসিআর (ডিমান্ড কালেকশন রেজিস্টার) বাবদ ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা এক দিনের হিসেবে সর্বকালের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। তিনি জানান, গত বছর অক্টোবর মাসে আগের সরকারের আমলে গোটা মাসে এই খাত থেকে আদায় হয়েছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। সেখানে চলতি বছরের অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনেই আদায় হয়েছে ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এই ধারা বজায় থাকলে মাসিক রাজস্ব আদায় ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজস্ব ফাঁকি রোধ এবং সরকারি কোষাগারের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকার জন্য বীরভূম জেলা প্রশাসন ও ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং রাজস্ব সংগ্রহে শৃঙ্খলাই সরকারের অঙ্গীকার।

ট্রিপল ইঞ্জিনের ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে বিপুল জয় উদ্যাপন করতে সোমবার কলকাতায় বিজয় মিছিল করে বিজেপি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলের রাজ্য সভাপতি একযোগে নেতৃত্ব দিলেন সেই মিছিলের। শেষে ভিক্টোরিয়া হাউসের পাশে বাঁধা মঞ্চ থেকে ভাষণও দিলেন দুই নেতা। প্রধানমন্ত্রীর কথায় যখন 'ডবল ইঞ্জিন' হয়েছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কলকাতা-হাওড়ায় 'ট্রিপল ইঞ্জিন' হোক; এমনই আহ্বান জানাল সে মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নিজের ভাষণে কলকাতার পুর নির্বাচনের প্রচার কার্যত শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মাদীজির কথায় আপনারা ডবল ইঞ্জিন দিয়েছেন। এ বার মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ট্রিপল ইঞ্জিন দিতে হবে। হাওড়া, কলকাতা দিতে হবে, কথা দিন।' শুভেন্দুর কথায়, 'আমি নন্দীগ্রামে গিয়ে এই রকম ভাবে বলেছিলাম; ফলতাকে হারাতে হবে। আজ রাজপথে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে চাইছি। হাওড়া, কলকাতা দেবেন তো? সব ওয়ার্ডে পদ্ম ফুটবে তো?'

নজরে ঘাটতি, নিয়োগ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর মুখে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ১১ হাজার নবনিযুক্ত পুলিশকর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিল রাজ্য সরকার। সেই মঞ্চ থেকেই পুলিশের পরিকাঠামো ও জনবল বাড়ানোর একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, আগামী দু'বছরের মধ্যে রাজ্যে পুলিশকর্মীর সংখ্যা দেশের গড় তো বটেই, উত্তরপ্রদেশকেও ছাড়িয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বর্তমানে দেশে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় গড়ে ১৫৫ জন পুলিশ রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে সেই সংখ্যা প্রায় ২০০। পশ্চিমবঙ্গে তা মাত্র ১০৫। এই ঘাটতি পূরণে দ্রুত নিয়োগই সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান তিনি। শুভেন্দুর দাবি, আগের সরকারের আমলে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনি জটিলতার জেরেই দীর্ঘদিন নিয়োগ আটকে ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর বিধানসভায় আইন সংশোধন, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ এবং সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের মামলা প্রত্যাহারের ফলে নিয়োগের পথ খুলেছে। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ না হলে পুজোর আগে ১১ হাজার চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া সম্ভব হতো না।

তিনি জানান, ইডব্লিউএস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির পরই নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা, সাক্ষাৎকার ও রোস্টার মেনে নিয়োগ হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বার্তা, 'ট্রাস্ট মি, বিলিভ মি।'

শুধু এই নিয়োগেই থেমে থাকতে চাইছে না সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতা পুলিশের ৩০০ সাব-ইনস্পেক্টর ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছেন। ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুলিশের আরও ৪ হাজার কনস্টেবলের নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজ্য পুলিশের আরও ৯ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

যোগ্যতার ভিত্তিতেই হবে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি নিয়োগে অতীতের আইনি জটিলতার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এক অনুষ্ঠানের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, পূর্বতন সরকারের আমলে নানা মামলায় শিক্ষক ও পুলিশ নিয়োগ দীর্ঘদিন আটকে ছিল। তাঁর সরকারের লক্ষ্য, স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ সম্পন্ন করা। শুভেন্দু আরও বলেন, ২০২৭ সালের ৮ মে-র মধ্যে এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁর কথায়, 'যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ হবে। প্রক্রিয়াকে এমনভাবে পরিচালনা করা হবে যাতে আদালতে গিয়েও কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে।' একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে শিল্প, পরিকাঠামো ও বিনিয়োগের গতি বাড়াতেই সরকার উৎসবের মধ্যেও উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৪ অক্টোবর হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে ৬,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রকল্পের উদ্বোধনের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটচুরির নালিশ নিয়ে সুপ্রিমে দরবার রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে এক অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন আইনি যুদ্ধের সূচনা হল শীর্ষ আদালতে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি' ও ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে অবশেষে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং 'ইন্ডি' জোটের শীর্ষ নেতৃত্বকে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের কাউন্টার বন্ধ হওয়ার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড এস প্রসন্নর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রিট পিটিশনটি নথিবদ্ধ করা হয়। মামলাটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'রাহুল গান্ধি বনাম নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া'।

এই আর্জি কেবল একা রাহুলের নয়, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, শিবসেনার (ইউবিটি) সঞ্জয় রাউত, সিপিআইএমের এম এ বেবি, সিপিআইয়ের ডি রাজা এবং এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে-সহ বিরোধী জোটের ১১ জন প্রভাবশালী শীর্ষ নেতা একযোগে এই আইনি লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। পিটিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারকেও বিবাদী করা হয়েছে।

বিরোধীদের মূল অভিযোগ, ভোটার তালিকার বিশেষ জরুরি সংশোধন বা 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' প্রক্রিয়ার আড়ালে অসৎ উপায়ে বিপুলসংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, কমিশন এ যাবৎ ভোটার তালিকা সংশোধন ও নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে যত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার যাবতীয় নথিপত্র এবং রেকর্ড আদালতে তলব করা হোক।

এদিকে এ দিন মামলা দায়েরের আগে দিল্লিতে তৈরি হয় চরম নাটকীয় পরিস্থিতি। কনট প্লেস থেকে 'ডেমোক্রেসি মার্চ, জাস্টিস মার্চ' নাম দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দিকে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাহুল গান্ধি। পুরো এলাকাকে মুড়ে ফেলা হয়েছিল আঁটসাঁট

নিরাপত্তাবেষ্টনীতে। এর আগে বিরোধী সাংসদদের সাক্ষাৎ সংক্রান্ত প্রশাসনিক আর্জি খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই বিচারালয়ে বিচারাধীন। তাই বিচারকদের পক্ষে কোনও রাজনৈতিক দল বা বিরোধী সাংসদদের সঙ্গে আলাদা প্রশাসনিক বৈঠক সম্ভব নয়। তবে একই সাথে প্রধান বিচারপতি স্মরণ করিয়ে দেন, 'ভারতের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে বিচার চাওয়ার। সুপ্রিম কোর্টের দরজা দেশের সকল মানুষের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত।'

প্রধান বিচারপতির সবুজ সংকেত মেলার পরেই কংগ্রেস ও বিরোধী জোটের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদলকে আদালত চত্বরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। অত্যন্ত নিরাপত্তাবেষ্টিত কাউন্টারে পৌঁছেই তারা আইনি নথিপত্র জমা দেন। আদালত সূত্রের খবর, রাহুলের লিগ্যাল টিমের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই সংবেদনশীল মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। মঙ্গলবারই এই মামলার শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে। মোদী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের এই অলআউট আইনি লড়াইয়ে এবার শীর্ষ আদালত কী ভূমিকা নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দেশের রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

কটাক্ষ বিজেপির

এদিকে, রাহুলের এই আচরণকে তুলোধোনা করেছে বিজেপি। সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের তোপ, বিরোধীরা বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। যখন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভোটচুরির প্রমাণ চেয়েছেন, তখন রাহুল পালিয়ে এসেছেন, তোপ অনুরাগের। অনুরাগ ঠাকুরের খোঁচা, 'রাষ্ট্রপতি যখন প্রমাণ চাইলেন তখন তো রাহুলজি পালিয়ে গেলেন। নিজে ৯৯টা নির্বাচন হেরেছেন, তাই কমিশনকে দোষ দেওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে ওঁর। এখন ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছেন।' প্রসঙ্গত, রাহুল ছাড়াও ইন্ডি জোটের ১০ জন প্রতিনিধি সই করেছেন জ্ঞানেশবিরোধী পিটিশনে। তৃণমূলের তরফ থেকে সই করেছেন সাংসদ সৌগত রায়।

শেয়ারে অব্যাহত রক্তক্ষরণ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: সপ্তাহের প্রথম দিনেই বড়সড় ধস নামল ভারতীয় শেয়ারবাজারে। তেলের চড়া দাম এবং বন্ডের ক্রমবর্ধমান ইল্ডের জেরে লগ্নিতে অনীহা দেখা গেল বিনিয়োগকারীদের। যার জেরে বেলা গড়ালে বেঞ্চমার্ক সূচকগুলিতে রক্তক্ষরণ যেন থামতেই চাইল না। বাজার খোলার পর কিছুটা আশার আলো দেখালেও শেষরক্ষা হয়নি। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) একদিনের লেনদেনে সেনসেক্স এক সময় প্রায় ১০০০ পয়েন্ট পর্যন্ত খসে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সব সূচক মিলিয়ে পতন কিছুটা সামলানো গেলেও উল্লেখযোগ্য লোকসান নিয়েই দিন শেষ করেছে দুই প্রধান সূচক।

সোমবার বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স প্রায় ৫৪৮ পয়েন্ট পিছিয়ে ৭১,৯২৫ পয়েন্টে এসে ঠেকে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) নিফটি ৫০ সূচক প্রায় ১৫৭ পয়েন্ট হারিয়ে ২২,৩৬৩ পয়েন্টে লেনদেন শেষ করেছে। এ দিন সকালে বাজার খোলার পর ছবিটা কিন্তু অন্য রকম ছিল। লেনদেনের শুরুতে সেনসেক্স ৪০০ পয়েন্টেরও বেশি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আশার সঞ্চার করেছিল।

মোদী-সাক্ষাতে এশিয়াডের পদকজয়ীরা

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান গেমসে বেশ ভাল ফল করেছে ভারত। পেয়েছে ৮৫টি পদক। এবার সেই কারণেই পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বাসভবনে আসবেন ক্রীড়াবিদরা। প্রত্যেকবারের মতো এবারও পদকজয়ীদের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে প্রধানমন্ত্রীর।

সূত্রের খবর, আগামী ১৫ অক্টোবর দিল্লিতে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ নির্ধারিত এই বৈঠকে এমন ক্রীড়াবিদরা আসবেন, যাঁরা নানা বিভাগে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদক পেয়েছেন।

জাপানের আইচি-নাগোয়াতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল মোট ৮৫ পদক (যার মধ্যে ২১টি সোনা) জিতে মেডেল তালিকায় ৪ নম্বরে শেষ করেছে ভারত। তবে এই বৈঠকে ভারতের দুই ক্রিকেট দলই যাবে কি না, তাই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। কারণ, এই মুহূর্তে ছেলেদের সিরিজ চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলে থাকা অনেক ক্রিকেটার রয়েছেন সেই দলে। আবার মহিলা দলের সিরিজ শুরু হচ্ছে ১৬ অক্টোবর। তার একদিন আগে ক্রিকেটাররা কি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে হাজির থাকবেন, এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত খবর জানা যায়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ১৫ অক্টোবরের এই বৈঠকে আবার যে দেশের সফল ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্যতের ভাল ফলের জন্য উৎসাহ দেবেন মোদী, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Smt. Preeti Bala Shaw, W/O Late Ratan Kumar Shaw, residing at 104/3/1, Ashu Bose Lane, Howrah-711101 Shall henceforth be known as Smt. Preeti Bala Shaw as declared before the Excecutive Magistrate at Howrah vide affidavit no. 5124, Dated 26th June 2025, Smt. Preeti Bala Shaw and Smt. Priti Bala Shaw both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 09/10/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24844 নং এফিডেভিড বলে আমি, Raju Sardar S/o. Sahadeb Sardar, সাকিম মহামায়া, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2018: 19-02873-000003, dated 05/01/2018, D.O.B. 03.01.2018) পুত্রের সঠিক নাম Samrat Sardar-এর পরিবর্তে Samrat Sarder, পুত্রের পিতার সঠিক নাম Raju Sardar-এর পরিবর্তে Raju Sarder, পুত্রের মাতার সঠিক নাম Rumpa Sardar-এর পরিবর্তে Rumpa Sarder লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার পুত্র Samrat Sardar ও Samrat Sarder, পুত্রের পিতা Raju Sardar ও Raju Sarder, পুত্রের মাতা Rumpa Sardar ও Rumpa Sarder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 24502 নং এফিডেভিড বলে আমি Prabhat Narayan Naubagh ও Prabhat Narayan Naubhag S/o. Late Gahendra Bahadur Naubagh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Rafik Uddin S/o. Mohammad Jalil Uddin ও Sk Rafik Uddin S/o. Md Ja;liluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 369 নং এফিডেভিট বলে আমি Amjad Hosen (old name), S/o. Sekh Amir Hossain, R/o. Mulgram, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Amjad Hosen নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Amzad Hossain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Amzad Hossain & Amjad Hosen S/o. Sekh Amir Hossain, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 06 নং এফিডেভিড বলে আমি Sampa Nandi W/o. Biswajit Nandi ও Sampa Biswas D/o. Netai Chandra Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12481 নং এফিডেভিড বলে আমি Prasanta Das ও Prashanta Das, S/o. Late Ratan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Pritam Khan, S/o. Pankaj Kumar Khan, R/o. Vill Bhairabpur, P.O. Mahanad, P.S. Polba, Dist. Hooghly, Pin 712149, W.B., do hereby declare that in my Madhyamik & Higher Secondary educational documents where my father's name has been recorded as Pankaj Khan instead of his correct & actual name Pankaj Kumar Khan, which I want to rectify this as my father's name Pankaj Kumar Khan when & where necessary vide this affidavit. That my father Pankaj Kumar Khan & Pankaj Khan both are the same & one identical person vide an affidavit no. 24806, dated 12.10.2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly Sadar Court.

নাম পরিবর্তন

আমি সুস্মিতা মন্ডল, পিতা প্রয়াত সুবোধ চন্দ্র মন্ডল, ধর্ম-হিন্দু, জাতি-ভারতীয়, পেশা চাকুরি, বর্তমান ঠিকানা ৩২/২, সন্তোষপুর ইস্ট রোড, থানা-সার্ভে পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭৫, **ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর সমীপে ১০.০৮.২০২৬ তারিখে** হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, আমার নাম **সুস্মিতা কর** থেকে **সুস্মিতা মন্ডল** পরিবর্তন করেছি। **সুস্মিতা মন্ডল** এবং সুস্মিতা কর এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Succession Certificate
Case No.- 39/2025
Nirmal Kumar Dey & others
.....Petitioners

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রাম নিবাসী অধুনা মৃত **কমল কুমার দে**-এর ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির Succession Certificate পাওন প্রার্থনায় **নির্মল কুমার দে দীংগন** অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। এতদ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার পক্ষে কোন উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ তদ্বিরাদি লইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। **SCHEDULE:** A/C No. 3707623022, Account Holder - Kamal Kumar Dey, Recurring deposit, Rs. 5,56,500/- with interest, lying at Post Office Pingla Branch, Paschim Medinipur.

অনুমত্যানুসারে
বরুন কুমার সাঁতরা, সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর। 03/09/26

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Succession Certificate
Case No.- 38/2025
Sandhya Maji & others
.....Petitioners

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত বেনিয়া গ্রাম নিবাসী অধুনা মৃত **গোপাল চন্দ্র ভূঞ্যাঁর** ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির Succession Certificate পাওন **সন্ধ্যা মাজী দীংগন** অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার পক্ষে কোন উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ তদ্বিরাদি লইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। **SCHEDULE:** A/C No. 1611917, name of Gopal Chandra Bhunia lying at Debra Post Office, Amount of Rs. 60,000/- with interest.

অনুমত্যানুসারে
বরুন কুমার সাঁতরা, সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর। 03/09/26

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল লুৎফর সর্দার, পিতা- সাহেব আলী সর্দার, গ্রাম, গাছারাটি, পোঃ- ভ্যাবলা পাইকপাড়া, থানা - বসিরহাট, পিনকোড - ৭৪৩৪২২, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, ০৮-১০-২০২৬ তারিখে দুপুর আনুমানিক ১.৩০ মিনিটে বসিরহাট নেড়াবটতলায় দলিলগুলির ফটোকপি করার সময় ১২৭০/২০১৭ এবং ০৯১৩২/২০২১ নং মূল নিবন্ধিত দলিল দুটি হারিয়ে ফেলেছেন এবং এর জন্য তিনি ১০-১০-২০২৬ তারিখে বসিরহাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন যার জিডি নং ৭২৬। যদি কেউ দলিলগুলি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা জানান।

জয়দীপ মুখার্জি [অ্যাডভোকেট]
৭, এন.পি.বি লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

PUBLIC NOTICE

Re: Flat/Apartment No. 5/2, being Apartment No. 5, also described as Flat No. 5 on the 2nd Floor of Block-A, together with Covered Car Parking Space No. 40, forming part of Premises No. 6, Sunny Park, Police Station Ballygunge, Kolkata - 700019, within Ward No. 69 of the Kolkata Municipal Corporation, District South 24 Parganas, West Bengal.

Under instructions from and on behalf of my client, **Smt. Navnita Chaudhuri**, I hereby give notice to the public at large that my client has entered into an Agreement for Sale dated 1st October, 2026, with **Smt. Lina Dutt**, for the purchase of the aforesaid property, together with all rights, title, interests, easements, appurtenances and common facilities legally attached thereto, including the corresponding undivided and impartible interest in the land and common areas, to the extent appurtenant to the said apartment.

The title to the said property is stated to have originated from the allotment and conveyance of the apartment in favour of **Dr. Lina Dutt alias Lina Dutta and Late Dr. Nirmalya Dutt**, the latter being the husband of the proposed transferor. The relevant title documents include **Deed No. 203 of 1980**, registered in Book No. I, Volume No. 8, pages 97 to 100, in the office of the Additional District Sub-Registrar, Sealdah, and the subsequent **Deed No. 01851 of 1998**, registered in Book No. I, Volume No. 053, pages 349 to 362.

It is stated that the original copies of the aforesaid deeds, together with the original Letter of Allotment and the original Letter of Delivery of Possession relating to the said property, are presently unavailable, having been lost/misplaced. In connection therewith, police diary entries and public-notification procedures have been undertaken, particulars of which are available with the parties concerned.

It is further stated that Late Dr. Nirmalya Dutt executed his Last Will and Testament dated 14th February 2011, in which he is stated to have bequeathed his property to his wife, Smt. Lina Dutt, and appointed her as the sole executrix thereof. Late Dr. Nirmalya Dutt died on 27th February, 2024, in the United Kingdom. A Grant of Probate dated 28th June, 2024, bearing Case Reference No. 1709629599345582, is stated to have been issued by the High Court of Justice of England and Wales, Principal Registry of the Family Division, in respect of his estate.

Accordingly, any person claiming to be an heir, legal representative, successor, beneficiary, legatee, executor, administrator, creditor or otherwise entitled to any right, title, interest or claim through or under Late Dr. Nirmalya Dutt, or claiming any independent or competing right in respect of the said property, is hereby called upon to disclose the particulars and documentary basis of such claim.

Any person having knowledge of any subsequent Will or Codicil, revocation or cancellation of the aforesaid Will, competing grant of representation, pending or concluded testamentary or succession proceedings, dispute concerning the genuineness or validity of the Will or Grant of Probate, or any other circumstance affecting the devolution of the deceased's interest in the said property or the authority of Smt. Lina Dutt to transfer the same, is specifically requested to notify the undersigned in writing within the period stipulated hereinbelow, together with copies of the relevant supporting documents.

Any person, institution, bank, financial institution, company, authority or other entity having possession, custody or knowledge of any of the aforesaid missing original title documents, or claiming or asserting any right, title, interest, share, inheritance, succession, lien, charge, mortgage, encumbrance, attachment, tenancy, licence, agreement, claim, demand or objection whatsoever in respect of the said property, the title thereto, the Will of Late Dr. Nirmalya Dutt, the Grant of Probate, or the proposed sale and transfer in favour of my client, is hereby called upon to notify the undersigned **in writing within 21 (twenty-one) days from the date of publication of this notice.**

Every such communication shall clearly set out the nature and particulars of the claim or objection and shall be accompanied by copies of the relevant deeds, testamentary instruments, succession documents, court orders, probate or letters of administration, instruments creating an encumbrance, or other documentary evidence relied upon in support thereof.

Any person who has found, received, acquired or otherwise come into possession of any of the aforesaid missing original title documents is requested to disclose the same and arrange for the safe production and verification of such documents through the undersigned.

All claims, objections, information and supporting documents must reach the undersigned at the address stated below within the aforesaid period of 21 (twenty-one) days from publication.

TAKE NOTICE that, in the event no claim, objection or information is received within the stipulated period, my client shall be at liberty to proceed further with the proposed purchase and take such steps towards completion of the transaction as may be considered appropriate in accordance with law, on the basis of the available title documents, records, representations and supporting evidence, without prejudice to any rights and remedies available under applicable law. The absence of a response to this notice shall not, by itself, be construed as extinguishing any legally subsisting right or claim.

This notice is issued to afford all persons who may have a lawful claim or relevant information an opportunity to disclose the same before completion of the proposed transaction.

Sd/-
RUDRANIL BISWAS
Advocate
High Court Calcutta
Enrolment No.- F/2824/2023
Ph No.- +91 98362 32342
Office: Room No. 202, 2nd Floor, 2, Barretto Lane, Kolkata - 700 069.

হুগলী ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
মোকাম চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ২৯/২০২৬
মিলা কুমার দীগর .... দরখাস্তকারিনী
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **১) শ্রীমত্যা মিলা কুমার**, স্বামী - স্বর্গীয় দীনবন্ধু কুমার, **২) রিয়া কুমার, ৩) অমৃতা কুমার,** ২ ও ৩ নং এর পিতা - স্বর্গীয় দীনবন্ধু কুমার, সর্ব্ব সাকিম - সোনারগ্রাম, নমাজগ্রাম, পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, ইহারা **দীনবন্ধু কুমার** - পিতা- **স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র কুমারের** নিম্ন তপশীল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তির সাকসেশন সার্টিফিকেট এর মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। যদি ঐ সম্বন্ধে কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় এই মোকর্দ্দমায় এক তরফা শুনানী হইবে।

Schedule: UCO BANK PANDUA Branch, Savings Account No.- 22338810000601, IFSC Code - UCBA00002233, MICR Code - 713028623, Balance - 3,00,000/- (Rupees Three Lakh) as on 27.11.2020

উকিল বাবুর স্বাক্ষর
Soumen Chakraborty (Adv.)

অনুমত্যানুসারে
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
District Delegate
Hooghly 16/9/26

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শ্রী নীলাঞ্জন চক্রবর্তী আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড কলকাতার কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, উক্ত সম্পত্তির ন্যায্য মালিক অর্থাৎ শতরূপা বিশ্বাস-এর কাছ থেকে সম্পত্তিটি ক্রয় করার পর। উক্ত সম্পত্তিটি হল ৭৯৬ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এলাকার একটি ফ্ল্যাট, ২য় ফ্লোর, ভবনের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার হোল্ডিং নং ১০/১৯ কাসুন্দিয়া ২য় বাই লেন, পিনকোড- ৭১১১০৪, থানা - শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৪২ নং ওয়ার্ড, জেলা হাওড়া। শতরূপা বিশ্বাস তাঁর পিতা এবং বোন, অর্থাৎ শ্রী পরেশ চন্দ্র পাল, সায়েলি কুণ্ডু এবং শর্মিষ্ঠা কুণ্ডুর কাছ থেকে এডিএসআর হাওড়াতে ২০২২ সালের জন্য নিবন্ধিত ০৫০২০৬৮২৯ নং গিফট ডিড-এর মাধ্যমে ৩/৪ অংশ অর্জন করেছেন এবং তাঁর মাতা, প্রয়াত বকুল পালের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ১/৪ অংশ অর্জন করেছেন, যিনি ২০১৭ সালের জন্য এডিএসআর- হাওড়া অফিসে নিবন্ধিত বুক নং ১, ভলিউম নং ০৫০২- ২০১৭, পৃষ্ঠা ২২২৩৫১ থেকে ২২২৩৭৫, দলিল নং ০৫০২০৭২১৬ এর মাধ্যমে একটি সেল ডিড দ্বারা উক্ত সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন।

উপরোক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ইমেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মহামান্য সিভিল জর্জ প্রথম কোর্ট সিনিয়ার ডিভিশন হুগলী এ্যাট চুঁচুড়া।
২০২২ সালের ১৭৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
তারক দত্ত দীং --- বাদীগণ
বনাম
লোকনাথ দত্ত দীং ---- বিবাদীগণ।

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বিবাদী **মিঠু পাশওয়ান**, স্বামী - রামু পাশওয়ান, উভয়ের সাং - হাসিমপুর (স্টার হোটেলের নিকট) পোঃ জিরাট, থানা - বলাগড়, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০১, এর বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি লইয়া অত্র আদালতে উপরিউক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার দাখিল করিয়াছেন। বিবাদীর বিরুদ্ধে দুইবার সমনজারি করিবার পরও তাহা বেজারী হইয়া ফেরত আসিয়াছে। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা লইয়া যদি কাহারও কারো কোনোপ্রকার আপত্তি থাকে। তাহা হইলে আপনি স্বয়ং বা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবু সহ আদালতে হাজির হইয়া মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমা অত্র আদালত কর্তৃক আপনাদের একতরফা শুনানী করা হইবে।

।। তপশীল সম্পত্তি ।।

জেলা- হুগলী, থানা - বলাগড়, মৌজা - হাসিমপুর, জে.এল. নং ১০৮, খতিয়ান নং - ৭১৭, এল.আর. দাগ নং ৩৩২ শুনা জমি ০৪ শতক, এল.আর. দাগ নং ৩৩৩ শুনা জমি ০১ শতক, এল.আর. দাগ নং ৩৩৫ শুনা জমি ০১ শতক, সর্বমোট ০৬ শতক কমবেশী ৪ কাঠা এখানে সাথে দ্বিতল গৃহাদি সহ সঙ্গে ৯টি ঘর তিনটি পায়খানা ও বাথরুম সহ ও দুটি সিঁড়ি সাথে একটি গ্যারেজ ও ৩টি বারান্দা সহ পাশে ফাঁকা জায়গা অবস্থিত।

বাদী তরফে উকিলবাবু
তপন গায়েন, উকিলবাবু WB 821/04
আদেশানুসারে,
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার,
প্রথম সিভিল জর্জ প্রথম কোর্ট (সিনিয়র ডিভিশন) চুঁচুড়া, হুগলী।

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT JUDGE, NADIA.
Misc. Appeal No. 10 of 2021.

Appellant :: Biswanath Halder, Son of Paturam Halder, Residents of 37 Khetranath Dakshi Road, Malopara, P.O. - Krishnagar, P.S. - Kotwali, Dist. Nadia.

-Versus-

Respondents :: 1) Ananda Garai 2) Goutam Garai 3) Ratan Garai 4) Subhendu @ Bappa Garai 5) Dibyendu @ Choton Garai All Sons of Late Kartick Chandra Garai **6) Pratima Garai @ Sadhukha** Wife of Kartick Sadhukha **7) Soma Garai @ Pramanick** Wife of Ajoy Pramanick All residents of 52, D.N. Roy Road, P.O. - Krishnagar, P.S.- Kotwali, Dist. - Nadia. NOTICE is hereby given that, the above named Appellant preferred the above numbered appeal for setting aside the Order No. 26 dated 24.02.2021 passed by the Ld. Civil Judge (Junior Division) 1st Court at Krishnagar, Nadia in **Title Suit No. 160/2019** against the above-named respondents. If the respondents referred above are having any objection then on 13/10/26 at 10 A.M. appear in person or through Ld. Advocate and file show cause/written objection within 30 days of the publication of this notice else law would take its own course.

By Order - Ram Soren, Sheristadar,
Of Ld. District Judge, Nadia at Krishnagar. 10.03.2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to general public that **Zayan Real Estate Private Limited,** having its regd. office at 16, Karl Marx Sarani, Kolkata - 700023, proposes to purchase from **Kkalpana Industries (India) Limited**, having its regd. office at Bhasa, No.14, P.O. & P.S. Bishnupur, Diamond Harbour Road, South 24 Par ganas, P.S. Bishnupur South 24 Parganas, West Bengal, Pin-743503, the property being **ALL THAT** land duly demarcated by a brick-built boundary wall admeasuring 183 decimals in Dag No. 1144 and land admeasuring 37 decimals in Dag No. 1129/1608 totaling to 220 decimals equivalent to 133 cottahs more or less situated in Mouza-Gangarampur, J.L. No.17, pertaining to Khatian No.1530, under Bishnupur II Block, P.S. Bishnupur, District- South 24 Parganas, together with all easements, right of way etc.

Any person claiming any right, title, interest, claim, objection, charge, lien, encumbrance or otherwise in respect of the said property, or any objection to the proposed sale thereof, is hereby requested to intimate the same in writing, along with supporting documents, to the undersigned within 21 (Twenty-one) days from the date of publication of this notice, failing which any such claim or objection shall be deemed to have been waived and the proposed purchaser shall proceed with the transaction.

Advocate for the Proposed Purchaser
Sarban Bhattacharjee, Advocate
9, Old Post Office Street,
2nd Floor, Kolkata- 700 001
Mobile No. 8981888348
Email: rsarban@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উপনির্বাচনে জয়ের বিজয় মিছিল থেকে হুমায়ুনকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে জয়ের পর জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে কলকাতায় বিজয় মিছিল বিজেপির। মিছিলে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মিছিলের পর আয়োজিত সভা থেকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। হুমায়ুনের 'ভাগীরথী' মন্তব্য নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, '৩০ ভাগকে ভাগীরথীর জলে ভাসাবে বলেছিল। এখন নিজেই নাকের জলে চোখের জলে ভাসছে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিজেপি সংখ্যালঘুদের ভোট পায় না, এই 'মিথ' ভেঙে দিয়েছে রেজিনগরের মানুষ। নরেন্দ্র মোদীর জয়রথে শামিল হতে সংখ্যালঘুরাও মূলস্রোতে থাকতে চাইছেন বলে মত শুভেন্দুর।

রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রামের একটি ব্লক ও রেজিনগর কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারের আধিক্য আর বিজেপির প্রাপ্ত ভোট প্রমাণ করে দিয়েছে যে সংখ্যালঘু ভোটের অনেকটাই এসেছে বিজেপির ঘরে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভোটের আগে সংখ্যালঘুদের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এবার তিনি বোঝালেন, ঠিক কী কারণে সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দিল।

সোমবার উপনির্বাচনের জয় ধর্মতলায় উদযাপনে ধর্মতলায় এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ব্যাখ্যা করেন, বিভেদ তৈরি করে কীভাবে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার সবাই রাষ্ট্রবাদের পথকে একমাত্র পথ বলে মেনে নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটা সম্প্রদায়কে বলা হয়েছিল যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে, তাঁরা ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ভোট না দেওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির বিজয়রথ আটকানো যায়নি। তাই আজ মূলস্রোতে এসে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতির জন্য সবাই একসঙ্গে এক জায়গায় এসেছি।' শুভেন্দু অধিকারী আরও দাবি করেছেন, ২০২১-এ মমতা নেতৃত্বে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসও বিভেদ তৈরির চেষ্টা করেছিল। শুভেন্দু বলেন, 'বাঙালি আর অবাঙালি বিভেদ করেছিল। ভাষা, জাতের নামে ভাগ করতে চেয়েছিল। মতুয়াবাড়িতে গোলমাল লাগিয়ে দিয়েছিল। এসব করে সাময়িক ফল পেয়েছিল, আর আমরা লড়াই করে রাষ্ট্রবাদীদের জয় দেখেছি। মূলস্রোতের বাইরে যারা থাকবে, তারা হারিয়ে যাবে।'

রাজ্য বার কাউন্সিলও এবার বিজেপির দখলে, পরিবর্তনের হাওয়া এবার আইনজীবীদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বার কাউন্সিলেও বিজেপি-সমর্থিত আইনজীবীদের জয়জয়কার। সোমবার ওই নির্বাচনে বিজেপি-সমর্থিত তিন জন প্রার্থী জয়ী হন। তাঁদের মধ্যে সমীর পাল ও অজয় চৌবে প্রেসিডেন্সি বার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। পাশাপাশি, কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ আইনজীবী অরুণ সরকারও বিজেপির সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন। সন্ধ্যায় বিজয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, বিভিন্ন মতাদর্শের আইনজীবীরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বার কাউন্সিল আইনজীবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক মঞ্চ এবং এই প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হওয়া রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনের পক্ষে ইতিবাচক। এদিন বিরোধীদেরও তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী শিবিরের একাংশ দেশবিরোধী শক্তিদ সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) নিয়ে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট আগামী দু'-থেকে তিন মাসের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। রিপোর্ট হাতে পেলেই বিধানসভায় বিল এনে আইন কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া ধর্মান্তর রোধে পৃথক আইন আনার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুরসভার পুজোর পোস্টার বিতর্কে অগ্নিমিত্রার পাশেই শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার পুজোর পোস্টার ঘিরে বিতর্কের আবহে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কুঁদঘাট এলাকায় ইটখোলা-১ ও ইটখোলা-২ জলাশয় পুনরুদ্ধার প্রকল্পের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনাকে গুরুত্ব না দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে মন দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু মানুষের হাতে শুধু মোবাইল আর সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে। ওঁরা জনসমর্থন হারিয়েছেন। এগুলো উপেক্ষা করে চরৈবেতির মন্ত্রে এগিয়ে যান। সরকার আপনার পাশে রয়েছে।'

অনুষ্ঠানে শুভেন্দু জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৯.৩৮ কোটি টাকার ব্যয়ে ইটখোলা-১ ও ইটখোলা-২ জলাশয় পুনরুদ্ধারের কাজ হয়েছে। জলাশয় দুটির নাম তিনি রাখেন 'শিব জলাশয়' এবং 'শক্তি জলাশয়'। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের দূষিত ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ দূর করে জলাশয় সংরক্ষণ, সবুজায়ন, মৎস্যচাষ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য হাঁটার পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নিউটাউনে একটি নতুন পাঁচতারা হোটেলের উদ্বোধনের ফলে প্রায় এক হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১১ হাজার নতুন পুলিশকর্মীর হাতে নিয়োগপত্র ও ইউনিফর্ম তুলে দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ইডেনে মহালয়ার সরকারি অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, এবারের দুর্গোৎসব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শাস্ত্রসম্মত রীতিনীতি মেনেই উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

পুজোর বোনাস-সহ বকেয়া বেতনের দাবিতে টিটাগড় পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুজোর বোনাস-সহ বকেয়া বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার বিকেলে টিটাগড় পুরসভায় বিক্ষোভ দেখালেন আশা কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুজোর মরশুম চলছে। অথচ একমাসের বেতন এখনও মেলেনি। এমনকী পুজোর বোনাসও মেলেনি। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে দীপিকা সরকার জানান, টিটাগড় পুরসভায় ১০৫ জন আশা কর্মী আছেন। একমাসের বেতন-সহ পুজোর বোনাস এখনও মেলেনি। জুন মাস থেকে মিলছে না ডেঙ্গু সার্ভের টাকাও। অথচ, নতুন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বর্ধিত পাঁচ হাজার টাকাও মেলেনি। এমনকী চার মাসের ইনসেন্টিভ বকেয়া হয়ে গিয়েছে। আরেক স্বাস্থ্য কর্মী সুস্মিতা বসু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পুজোর বোনাস এবং বকেয়া বেতন না মিললে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেবেন।

দুই-তিন মাসের মধ্যেই ইউসিসি রিপোর্ট, তারপরই বিধানসভায় বিল: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করার প্রস্তুতি দ্রুত এগোচ্ছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কমিশনের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে এবং আগামী দু'-তিন মাসের মধ্যেই রিপোর্ট জমা পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রিপোর্ট হাতে পেলেই বিধানসভার অধিবেশন ডেকে বিল পাশ করানো হবে। তাঁর দাবি, ইউসিসি কার্যকর করা রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার। এর পর ধর্মান্তরণ রোধে পৃথক আইন আনার দিকেও সরকার এগোবে বলেও জানান তিনি।

পুরভোটের মুখে ট্রাইব্যুনালে তিন বিচারপতির শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ রাজ্যে নতুন করে এসআইআর চালুর সওয়াল শমীক ভট্টাচার্যের

দেবাশিস দে ● কলকাতা

আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের মুখে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা 'এসআইআর' সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির গতি নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন রাজ্যের বর্তমান শাসক দল বিজেপি। ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা সুনিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনালের মধ্যে অন্তত তিনটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিচারপতির পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া কার্যত স্তব্ধ। নির্বাচনী স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং পুরভোটের আগেই প্রতিটি বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতে ওই শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণের পক্ষে সওয়াল করেছে শাসকদল।

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মতে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফেরাতে এই ট্রাইব্যুনালগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত বিচারক না থাকায় তিনটি ট্রাইব্যুনাল বর্তমানে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নামের সুপারিশ আসার পরেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। এই প্রেক্ষিতে বিজেপি সরকারের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে, বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া মেনেই হাইকোর্ট যেন দ্রুত নামের তালিকা পাঠায়, যাতে নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে নিয়োগ চূড়ান্ত করে ঝুলে থাকা মামলাগুলির রায় কার্যকর করতে পারে।

সরকারি মহলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ায় জমা পড়া ৩৮.৩ লক্ষ আবেদনের মধ্যে যেমন বাদ পড়া ভোটারদের নাম তোলার আবেদন রয়েছে, তেমনই প্রায় ১৬.১ লক্ষ আবেদন এসেছে অবৈধ ও ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে। অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র এক লক্ষের কিছু বেশি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, যা মোট সংখ্যার তিন শতাংশেরও কম। এই গতিতে এগোলে এবং শূন্যপদ দ্রুত পূরণ না হলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশে মারাত্মক বিলম্ব ঘটবে, যা সুষ্ঠু পুরভোট আয়োজনের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

শাসক দল বিজেপির স্পষ্ট বার্তা; কোনও প্রকৃত নাগরিক যাতে আইনি জটিলতা বা পরিকাঠামোগত দেরির কারণে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, আবার একই সঙ্গে ভুয়ো ভোটারদের তালিকায় ঠাঁই হওয়া রোধ করা যায়। রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যে ট্রাইব্যুনালগুলির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও অনলাইন শুনানির প্ল্যাটফর্ম-সহ সমস্ত রকম প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখন কেবল কলকাতা হাইকোর্টের দ্রুত পদক্ষেপের অপেক্ষা।

এর পাশাপাশি, বর্তমান এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন রাজ্যের শাসক দল বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি এই রাজ্যে সম্পূর্ণ নতুন করে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের আমলে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন পদে পদে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই সময় এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের চরম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। ফলে সেই সময়ে কাজের পরিবেশ ও নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ বিঘ্নিত হয়েছিল বলেই তিনি মনে করেন। সেই কারণেই রাজ্যে নতুন করে স্বচ্ছভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

যোগ্য ভোটারের নাম বাদ যাবে না, অযোগ্যদের ছাঁটাই হবে

এসআইআর নিয়ে বিশেষ শিবির চালু করবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও যোগ্য নাগরিকের নাম যাতে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে এবার বিশেষ শিবির চালু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে তালিকায় থাকা অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়াও এই প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য বলেই জানিয়েছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করা এবং তালিকায় থাকা তথ্যের ভুল সংশোধনের জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই প্রসঙ্গে কমিশনের বক্তব্য, এসআইআর-এর উদ্দেশ্য হল অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং কোনও যোগ্য ভোটার

যাতে তালিকার বাইরে না থাকেন, তা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য নিয়েই ভোটারদের নিজেদের নাম ও তালিকায় থাকা তথ্য যাচাই করার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে সচেতন করা হচ্ছে। নাম বাদ পড়া, তথ্যের ভুল বা অন্য কোনও অভিযোগ থাকলে বুথ লেভেল অফিসার কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই কাজ দ্রুত শুরু হয়েছে ২৪ জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা ডিইওদের তত্ত্বাবধানে। ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার চালানোর পাশাপাশি তাঁদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলা, তথ্য সংশোধন এবং নথি সংক্রান্ত জটিলতা মেটানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে মনে করছে কমিশন। দিল্লির ভোটার তালিকায় তথ্যের অসংগতি এবং পুরনো তথ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না হওয়ার মতো সমস্যা সামনে এসেছে। কমিশন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেখানে প্রায় ৩৩ লক্ষ নামের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। বাকি সমস্যাগুলি মেটানোর কাজও এই প্রক্রিয়ার আওতায় থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, সিকিম, পুদুচেরি, গুজরাত, উত্তরাখণ্ড, বিহার ও মিজোরামেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিকিমে ৬২৩টি বুথে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরগুলিতে ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করা, তালিকার তথ্য যাচাই এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিষয়ে সাহায্য করা হচ্ছে।

যদিও এই বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকা নির্ভুল রাখার পাশাপাশি প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখাও সমান জরুরি। তাই সংশোধন প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা এড়িয়ে না গিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকদের জানাতে বলা হয়েছে।

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে হাজিরা এড়ালেন অভিষেক, ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়ে মেইল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে ফের হাজিরা এড়ালেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে নোটিস দিয়েছিল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। নোটিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, সোমবার সকাল ১০টায় তৃণমূল সাংসদকে থানায় হাজির হতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি থানায় যাননি। সূত্রের খবর, হাজিরা এড়িয়ে ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় একটি ইমেল পাঠিয়েছেন অভিষেক। এর পরেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। সোমবারই ফের তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা এবং আগামী বুধবার নতুন করে হাজিরা দেওয়ার নোটিস ধরানো হয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৭ অগস্ট। ওইদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের সামনে একটি বড় বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই বিলবোর্ডটি সম্পূর্ণ ‘বেআইনি’। সেইমতো পুরকর্মী ও পুলিশকর্মীরা তা অপসারণ করতে গেলে বাধার মুখে পড়েন। অভিযোগ ওঠে, অফিসের নিরাপত্তারক্ষী এবং তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা পুলিশ ও পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেন। এমনকী পুলিশকে মারধর ও কলার ধরে হেনস্তা করার অভিযোগও ওঠে। ধস্তাধস্তিতে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে জখম হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। তুমুল হট্টগোলের মাঝে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বিলবোর্ডটি খুলে ফেলা হয়। ওইদিনই সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং মারধরের অভিযোগে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ।

এই ঘটনার পরেই কলকাতা পুরসভার তরফে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ও পুরকর্মীদের কাজে বাধা এবং হেনস্তার অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা রুজু করে পুরসভা। এর আগেও পুরসভার দায়ের করা একটি মামলায় ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে। সাম্প্রতিক এই এফআইআরের ভিত্তিতেই সোমবার তাঁকে থানায় তলব করা হয়েছিল। তবে এদিন নির্দিষ্ট সময়ে থানায় হাজির না হয়ে আইনজীবীদের পরামর্শে ইমেলের মাধ্যমে আরও কিছুটা সময় চেয়েছেন অভিষেক। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর দেওয়া সেই আবেদন খতিয়ে দেখে আগামী বুধবার হাজিরা দেওয়ার জন্য নতুন নির্দেশিকা বা নোটিস পাঠানো হয়েছে। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর রয়েছে যে বুধবারেও তৃণমূল সাংসদ শেষ পর্যন্ত পুলিশের এই নতুন তলবে সাড়া দিয়ে থানায় হাজিরা দেন কি না।

সারারাত পানীয় জল ও জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ! দুর্গাপুজোয় বিশেষ উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোয় শহরবাসীর পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। উৎসবের দিনগুলিতে কলকাতায় আর রাতের বেলা জলের সরবরাহ বন্ধ থাকবে না; বরং সারা রাত ধরেই মিলবে পানীয় জল। সম্প্রতি কুঁদঘাটের এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পাশাপাশি, পুজোয় পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং প্রবীণ ও বিশেষ সক্ষম দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে একাধিক জনমুখী পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

এর পাশাপাশি এদিন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেন, বিগত সরকারের আমলে উৎসবের মরশুমেও জল নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, অন্যান্য ধর্মানুসারীদের বিশেষ অনুষ্ঠানে সারা রাত জল সরবরাহ করা হলেও দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত জলের লাইন বন্ধ রাখা হত। এর ফলে ভোরবেলা পুজোর প্রস্তুতি বা

প্রাতঃকৃত্যের সময় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হত। এই বৈষম্যমূলক ও জনবিরোধী প্রথা ভেঙে এবার থেকে পুজোর কদিন গোটা রাত জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান পুরমন্ত্রী।

উৎসবের আনন্দে যাতে শহরের চেহারা ময়লা না হয়ে যায়, সে দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে পুরসভা। এ দিন পুরমন্ত্রী শহরবাসী এবং পুজো কমিটিগুলির কাছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জোরালো আর্জি জানিয়েছেন। তিনি জানান, পুজো মণ্ডপগুলির জঞ্জাল সামলানোর জন্য কলকাতা এবং বিধাননগর পুরসভার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হবে। শুধু তাই নয়, পুজোর কদিন পুরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা দিনে তিনবার করে মণ্ডপ চত্বর এবং আশপাশের এলাকার আবর্জনা সংগ্রহ করতে যাবেন। পাশাপাশি বয়স্ক মানুষ এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা যাতে নির্বিঘ্নে মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, তার জন্য এবার উদ্যোগী হচ্ছে প্রশাসন। শহরের প্রতিটি পুজো মণ্ডপে পুরসভার উদ্যোগে র‍্যাম্প তৈরি করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ প্যাভেলিয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে প্রবীণ ও বিশেষ সক্ষম দর্শনার্থীদের বিশ্রামের পাশাপাশি পানীয় জল, জরুরি ওষুধ এবং সহায়ক কর্মী উপস্থিত থাকবেন, যাতে তাঁরা কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই পুজো উপভোগ করতে পারেন।

জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে কলকাতায় মিছিল, হাঁটতে পারেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই এবার কলকাতার রাস্তায় নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে কালীঘাট তৃণমূল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আজকে দুপুরে রাজাবাজার থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিল কালীঘাট তৃণমূল। দলীয় প্রচারপত্রে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকতে পারেন। এসআইআর-কে সামনে রেখে ভোটপ্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তুলছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার গণতান্ত্রিক অধিকারও খর্ব করা হচ্ছে। দিল্লিতে সাম্প্রতিক কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক এবং তরুণদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে কলকাতার মিছিলেও সাধারণ মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচির আগে সোমবার দিল্লিতে বিরোধী ‘ইন্ডি’ জোটের নেতারা জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করেন। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে সেই কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও কংগ্রেস, বাম এবং সমাজবাদী পার্টি-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। দিল্লির পর একই ইস্যুতে কলকাতায় মিছিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন এই আন্দোলনকে রাজ্যস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা দিল তৃণমূল। তবে আজকের কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুজোর মরশুম শুরু হয়ে যাওয়ায় কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই মানুষের ভিড় বাড়ছে। রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাসের মতো ব্যস্ত রাস্তায় মিছিল হলে যান চলাচলে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকছে। ফলে পুলিশ শেষ পর্যন্ত এই মিছিলের জন্য অনুমতি দেয় কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে এই পুজোর মরশুমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও কলকাতার একাধিক বড় পুজোর উদ্বোধন করছেন। সেই সময়ে শহরের ব্যস্ত এলাকায় রাজনৈতিক মিছিল হলে আইনশৃঙ্খলা ও যান নিয়ন্ত্রণ, দুই দিকই পুলিশের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তাই মিছিলের অনুমতি পাওয়া গেলে এই মিছিলে অংশ নিতে পারেন মমতা বন্দোপাধ্যায়, দলীয় সূত্রে এটাই জানান হয়েছে।

লাল হিট প্রয়োগ করে ককরোচদের শেষ করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : লাল হিট প্রয়োগ করে ককরোচদের দমন করার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, সোমবার ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে দুর্গাপুজো আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর অনুরোধ, ককরোচ-দের প্রতি নরম মনোভাবের দরকার নেই। এঁরা দেশদ্রোহী। এঁদের দমন করতে লাল হিট দেওয়ার দরকার আছে। তাঁর অভিযোগ, বিদেশের ফান্ড নিয়ে এঁরা দেশকে অস্থির করার চেষ্টা করছে। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, লাল হিট প্রয়োগ করে এঁদের শেষ করতে হবে। প্রসঙ্গত, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে তৃণমূল এবং বামেরা আন্দোলন করছে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামেরা সব একই আছে। আগামীদিনে দেশে মাত্র দুটো দল থাকবে। মমতা ও অভিষেককে নিশানা করে মন্ত্রী বলেন, মমতা এবং অভিষেক যা পাপ করেছে, তাতে পুলিশের ডাক তো পরবেই, অভিষেককে জেলেও যেতে হবে।

এদিন তিনি দাবি করেন, চন্দ্রনাথ রথকে খুন করেছে ভাইপো গ্যাং। সুতরাং অভিষেককেও গ্রেপ্তার করা উচিত। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে আক্রমণ করে মন্ত্রী বলেন, উনি এখন ক্লোজ চ্যাপ্টার। ওনার বাড়িতে নাকি হিন্দু দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ওনার বাড়িতে তৃণমূলের লোকজন হামলা করেছে। তাঁর অভিযোগ, উনি হিন্দুত্বের ওপর আঘাত হেনেছেন, সেইজন্য ওনার জেলে যাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর কমিশনারেট অধীনস্থ সরকার অনুমোদিত পুজো কমিটিগুলোকে ১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এদিন দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপও প্রকাশ করা হয়। চেক প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং বলেন, দুর্গাপুজোয় নারীশক্তির নজরদারিতে দুর্গা স্কোয়াড বাহিনী মোতায়েন থাকবে। মোবাইল ভ্যান টহল দেবে। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, সকলকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। সব জায়গায় পুলিশ বুথ থাকবে। হেল্প লাইন নম্বর দেওয়া হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সিদ্ধার্থ মহারাজ, রাজ্যের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং, ডিসিপি ট্রাফিক রাজ নারায়ণ মুখার্জি-সহ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

ফের ইডির হানা কলকাতায়, অর্থলগ্নি সংস্থায় কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে সপ্তাহের প্রথম দিনেই শহরজুড়ে ফের আর্থিক তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা। মোটা অঙ্কের মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ এবং সেই অর্থ পাচারের অভিযোগে সোমবার সকাল থেকেই কলকাতার একাধিক জায়গায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি। কুঁদঘাট, টালিগঞ্জ ও শরৎ বোস রোড-সহ শহরের মোট আটটি ভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা সাধারণ মানুষকে উচ্চহারে মুনাফার টোপ দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুতিমতো সেই টাকা তো দূরের কথা, মূলধনও আর ফেরত দেওয়া হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে ইডির হাতে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের গচ্ছিত সেই কোটি কোটি টাকা সোজা রিয়েল এস্টেট নির্মাণ সংস্থা এবং অন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে খাটানো হয়েছিল। কে বা কারা এই আর্থিক দুর্নীতির নেপথ্যে রয়েছে এবং এই চক্রের শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা খুঁজতেই এই অভিযান।

গত সেপ্টেম্বর মাসেই এই আর্থিক প্রতারণা মামলায় কলকাতা সহ দেশজুড়ে ১৭টি ভিন্ন জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর পাশাপাশি মহানগরের বিভিন্ন অফিসে এবং সংস্থার একাধিক কর্তার বাড়িতেও হানা দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে বাজেয়াপ্ত করা নথি এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরেই সোমবার ফের দ্বিতীয় দফায় অভিযানে নামে কেন্দ্রীয় সংস্থা। মূলত বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের নামে বড় আর্থিক অনিয়ম এবং দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এই জালিয়াতি চক্রের খোঁজে এবার আটটি পৃথক দলে ভাগ হয়ে শহরের আনাচে-কানাচে তল্লাশি চালান গোয়েন্দারা। ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও সংস্থার নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহালয়া পেরিয়ে এখন যখন শহরজুড়ে পুজোর আমেজ, ঠিক সেই সময়ই ইডির এই লাগাতার পদক্ষেপে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

কুণাল ঘোষের ওপর হামলায় হাইকোর্টের কড়া নজরদারির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে নিজের নির্বাচনী এলাকাতেই পরপর দু’বার দুষ্কৃতী হামলার মুখে পড়েন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। প্রশ্ন উঠেছে তাঁর বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার শুনানিতে বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, পুলিশ কমিশনারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। তবে মূল মামলাটি প্রধান বিচারপতির এখতিয়ারাধীন থাকায় পরবর্তী শুনানি সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে পরপর দু’দিন এমন হামলা সংঘটিত হল তা নিয়ে আদালতের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষের আইনজীবী বিস্ফোরক সওয়াল করেন। তিনি আদালতের নজর আকর্ষণ করে জানান, একজন প্রাক্তন বিধায়ক অন্য দলে যোগ দেওয়ার পরেই সশস্ত্র নিরাপত্তার সুরক্ষাবলয় পাচ্ছেন, অথচ অতীতে ওয়াই ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পেলেও বর্তমান সময়ে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাত্র দু’জন নিরাপত্তা রক্ষী এই বহুমুখী হুমকি মোকাবিলা করার পক্ষে একেবারেই পর্যাপ্ত নন। বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের পথে তাঁকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং সরাসরি তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হচ্ছে।

আদালতে নেশামুক্তির ডাক! হাইকোর্ট ও জেলা আদালতে নিষিদ্ধ হচ্ছে সিগারেট, পান-গুটখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালত চত্বরকে পুরোপুরি তামাক ও নেশামুক্ত করতে এবার কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা আদালতগুলিতে সিগারেট, পান ও গুটখার ব্যবহার বন্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। এই সংক্রান্ত প্রস্তাব ও নির্দেশিকা কার্যকর করার বিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত জেলা আদালতগুলির বিচারকদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। আইনি সূত্রের খবর, সরকারি এবং জনবহুল চত্বরে আইন অনুযায়ী সিগারেট, পান ও গুটখার মতো তামাকজাত দ্রব্য নিষিদ্ধ। সেই আইনকে আরও কঠোরভাবে আদালত চত্বরে বাস্তবায়িত করতেই প্রধান বিচারপতির এই উদ্যোগ। তবে এই নির্দেশিকা সামনে আসার পর আইনজীবীদের একাংশের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

আইনজীবীদের একটি অংশের প্রস্তাব, আদালত চত্বরে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা না করে তামাক সেবনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ‘স্মোকিং জোন’ বা ধূমপানের জায়গা রাখা যেতে পারে কি না, তা ভেবে দেখা হোক।

পান-গুটখা এবং ধূমপান নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি আদালত চত্বরের সামগ্রিক সুরক্ষা ও প্রোটোকল কঠোর করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, এখন থেকে আদালতে প্রবেশের সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই নিরাপত্তা ও কড়াকড়ির সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে নিতে নারাজ প্রধান বিচারপতি।

প্রস্তাবে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে বার কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির সঙ্গে আলোচনা ও বৈঠক করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বার অ্যাসোসিয়েশনগুলি আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত লিখিত আকারে জানানোর পরেই মেটাল ডিটেক্টর বসানো কিংবা সার্বিক নির্দেশিকা জারির বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে হাইকোর্ট। তামাকজাত দ্রব্য বর্জনের ক্ষেত্রেও জেলা আদালতগুলির নিজস্ব মতামতকে বিশেষ প্রাধান্য দেবেন প্রধান বিচারপতি। সবমিলিয়ে, বিচারালয়ের অন্দরমহলকে পরিচ্ছন্ন, নেশামুক্ত ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে শীর্ষ আদালতের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দুর্গাপুজোয় নৈহাটি ও বনগাঁয় বামেদের বুকস্টলের অনুমতি মামলার জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে নৈহাটি ও বনগাঁয় বুকস্টল বসানোর পুলিশি অনুমতি না পাওয়ার জেরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামেরা। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করা হলেও, সেই জরুরি মামলার আর্জি খারিজ করে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, পুজোর আগে এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করা সম্ভব নয়।

সোমবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলাকারী বামেদের আইনজীবীর উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, প্রতি বছর পুজোর সময় এমন স্টল বসানোর সপক্ষে কোনও পুরনো নথিপত্র বা অনুমতি রয়েছে কি? যদি না থাকে, তবে কেন এখনই জরুরি ভিত্তিতে মামলার অনুমতি দিতে হবে? পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আগে এই মামলার শুনানি করা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েও দেন। বামেদের মামলাকারী আইনজীবী শামিম আহমেদ আদালতে সওয়াল করেন যে, আয়োজকদের তরফে প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর আগে এই বুকস্টল করা হয়ে থাকে। এর জবাবে বিচারপতি পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘কালীপুজোর আগে করুন।’

এরপর আদালতের সময় বা

শুনানির সুযোগ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। আইনজীবী শামিম আহমেদ বিচারপতি ভট্টাচার্যের বেঞ্চকে জানান, আদালতের যদি এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত সময় না থাকে, তবে মামলাটি অন্য বেঞ্চে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া হোক। উদ্যোক্তারা অন্য বেঞ্চে চেষ্টা করে দেখবেন। এই আর্জির প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, আগামী ১৩ অক্টোবর আবেদনটি বিবেচনার সময় মামলাটি অন্য বেঞ্চে সরানো হবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে দুর্গাপুজোয় বামেদের বুকস্টল দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই আবহেই নৈহাটি ও বনগাঁর বুকস্টল সংক্রান্ত আইনি জট কাটল না, ফলে পুজোর দিনগুলিতে ওই স্টলগুলির ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিতই রইল।

সল্টলেক বিজে ব্লকের পুজো মণ্ডপ। ছবি: অদিতি সাহা

সম্পাদকীয়

ইভিএম ছেড়ে ব্যালটের দাবি! মোদী বিরোধী জোটের সীমাহীন দ্বিচারিতা

জ্ঞানেশ কুমার হঠাও অভিযানে নেমেছে ইন্ডিয়া জোট নামে দেশের কয়েকটা বিজেপি বিরোধী দল। এই দলগুলিকে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনগণ প্রায় বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক ধরে এই দলগুলিই এখন রাজধানী দিল্লিতে আন্দোলনের নামে অরাজকতা শুরু করেছে। এমন কতগুলো দল এখানে একজোট হয়েছে, নিজের রাজ্যেই যারা বিপুল ভোটে হেরেছে। তারাই একজোট হয়ে এখন মোদী বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছে।। সম্প্রতি এরা দিল্লিতে বৈঠক করে চার দফা দাবি তুলেছে। যা শুনে সাধারণ মানুষ হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। চার দফা দাবি হল — এক আগামী দিনে হতে চলা সমস্ত নির্বাচনে প্রাক এসআইআর অর্থাৎ এসআইআরের আগে থাকা ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট করাতে হবে। দুই কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে পর্যাপ্ত কারণ জানিয়ে নোটিস দিতে হবে। তিন প্রশাসনিক ব্যর্থতা, নথিপত্রের অভাব বা সচেতনতার অভাবে যে সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের আইনি রক্ষাকবচ দিতে হবে। চার ইভিএমের বদলে ব্যালটে ভোট করাতে হবে। মামার বাড়ি ছাড়া এমন আবদার আর কোথাও কি করা যায়? শেষেরটা দেখুন, আবার ব্যালট ফেরানোর দাবি তোলা হয়েছে। আচ্ছা, এটা ঠিক কোন পর্যায়ের দ্বিচারিতা? ব্যালট ফেরাতে হবে? কেন? শুধু তারা হেরেছে বলেই কি ইভিএমএম বাতিল করতে হবে? মজার কথা, এই দাবি তোলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রাই কয়েক দশক আগে ব্যালট সরিয়ে ইভিএমের দাবি জানিয়ে ছিলেন। তাহলে আজ আবার ব্যালট কেন? মোদ্দা কথা, তারা হারলেই বিজেপি ইভিএমে কারচুপি করে হারিয়েছে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ যুক্তি। ভাবখানা এমন, তারা কোনওদিন হারতেই পারেন না। সবটাই চক্রান্ত। কিন্তু গত কয়েক বছরে যেখানে উল্টোটা ঘটেছে। তার কী ব্যাখ্যা দেবেন ইন্ডি জোটের নেতারা? এই কয়েক বছরে কংগ্রেস কেরালা, তেলঙ্গানা, হিমাচলে প্রদেশে জিতেছে, তামিলনাড়ুতে তাদের জোট শরিক টিভিকে জিতেছে, পাঞ্জাবে আপ জিতেছে, তার আগে একুশে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল জিতেছে। আচ্ছা, ওই ভোটগুলো কি ইভিএমে হয়নি? তাহলে ওখানেও যে কারচুপি হয়নি তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে কি?

শব্দছক ২৯০

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. ঘোড়া ২. সঙ্গীতে এক রাগিনি ৪. পাকার পূর্বাবস্থা ৬. দিনের সবটুকু ৮. বাজে মন্তব্য ১০. জ্বলন ১১. কালি ১২. দেশ সম্বন্ধিত ১৪. পত্নী ১৬. একাধিক ব্যক্তি মিলে খুন করেছে যারা ১৭. সংশোধন ১৯. সহচর্য ২০. যাদুকর ২১ মৃত্যু

ওপর-নিচ: ১. ক্লান্তি ২. বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী বেদী ৩. আলিঙ্গন ৪. অনেকগুলো কলার একযোগে সহাবস্থান ৫. যন্ত্রণা ৭. চুরি ছিনতাই ইত্যাদি কর্ম ৯. অল্প মূল্যের ১৩. ধানুকী ১৫. জোরে ধাক্কা দেওয়া ১৬. আনন্দিত ১৭. দ্রুত ১৮. তামাশা

সমাধান ২৮৯ — পাশাপাশি: ১. বাদামি ৩. বিচার ৫. শুকনা ৬. মালা ৮. কাজকামাই ১৪. মুটেমজুর ১৬. হাবা ১৭. কাকলি ১৯. লতা ২১. দাবনা ২২. কদম ২৩. নন্দন

ওপর-নিচ: ১. ডাললেক ২. জমাদার ৩. লজ্জা ৪. বিশর ৬. চাকু ৮. খাম ১০. ঠাকুমা ১২. জোচ্চোর ১৩. দানাদার ১৪. দার ১৫. মিতবর ১৬. শুমার ১৭. কথা

আজকের দিন

■ **১৯৭২** — উরুগুয়ের একটি রাগবি দলকে বহনকারী একটি চার্টার্ড বিমান আন্দিজ পর্বতমালায় বিধ্বস্ত হয়।

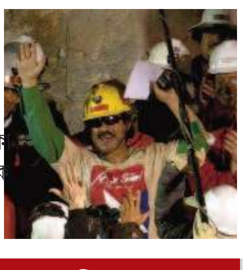

■ **২০১০** — চিলির সান হোসে খনিতে ৬৯ দিন ধরে মাটির নিচে আটকে পড়ে থাকা ৩৩ জন খনি শ্রমিককেই এক উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনা হয়।

জন্মদিন

১৯১১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অশোককুমারের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় মেহতাব হোসেনের জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হুমা বিহারীর জন্মদিন।*

অশোককুমার

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এই জেহাদ পরিকল্পিত বৃহৎ চক্রান্তের অঙ্গ!

শান্তনু রায়

নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে রাজধানীতে উত্তেজনার পারদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে সাময়িক ভাবে থিতিয়ে গেলেও আশঙ্কা হয়েছিল ওখানেই শেষ নয় বরং ওটি ছিল সূচনা বা ট্রায়াল- এক বৃহত্তর পরিকল্পনার । সেই আশঙ্কা সত্য করেই ভারতীয় রাজনীতি আবার উত্তাল নতুন এক ইস্যুতে।

গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের মতভেদ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই,এর সত্যাসত্য নিরুপনের অপেক্ষা না করেই ক্ষমতায় আসীন হতে মরীয়া দেশের বিরোধী দলগুলি যাদের মধ্যে আবার বেশি সক্রিয় অনেকদিন ক্ষমতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত কংগ্রেস ও সদ্য এরাজ্যে নির্বাচনে গো-হারা ও দ্রুত ভেঙ্গে ছত্রখান হওয়া চরম দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলটির সুপ্রিমো, রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুখ্যনির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে- ২০২৯ এর লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে- যদি এই সুযোগে কোন রকমে শিকে ছেঁড়ে।তাদের সঙ্গে সঙ্গত করতে নেমে পড়েছে সেই আরশোলা পার্টি সিজেপি। ওই বিশেষ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে দেশ জোড়া 'ভোট চুরির' অভিযোগ তুলে ক্ষমতায় ফিরে আসার লক্ষ্যে তারা নিজেদের নির্বাচনী ব্যর্থতার জন্য মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে দোষী ঠাউরে হাওয়া নিজেদের দিকে টানার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

তবে ঘটনা হল নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ বা ভিন্নমত প্রকাশের ঘটনা এই প্রথম নয়-কমিশনের আইনেই তো সেই বিধান আছে, আগেও একাধিকবার এমন হয়েছে। ১৯৯৩ এ যবে থেকে নির্বাচন কমিশন এক সদস্য থেকে তিন সদস্যের কমিশন হিসেবে সম্প্রসারিত হয়েছে তখন থেকেই কমিশনারদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে টি এন শেষনের আমলে তাঁর ও অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার এম এস গিল ও জিভিজি কৃষ্ণমূর্তির মধ্যে বিরোধের উল্লেখ রয়েছে। শেষন তো গিল ও কৃষ্ণমূর্তির নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের বিরুদ্ধেই সুপ্রীম কোর্টে মামলা পর্যন্ত করেছিলেন। আবার ২০০৯এ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী 'রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার অভাবে'র অভিযোগে অন্য কমিশনার নবীন চাওলার অপসারনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে লিখেছিলেন। অন্যদিকে ২০১৯ এ অন্যতম নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা সংখ্যাধিক্যের মতামতের সাথে ঐক্যমত না হয়ে কমিশোনের বিধান অনুযায়ী 'ভিন্ন মত' (ডিসেন্ট নোট) জ্ঞাপন করেছিলেন এবং তাঁর সেই 'নোট' কমিশনের চুড়ান্ত আদেশে উল্লেখিত না হওয়ায় প্রতিবাদে অবশেষে ২০২০ তে পদত্যাগ করেছিলেন। এবিধ ঘটনার উল্লেখ ঐ পত্রিকারই গত ২৬ তারিখে প্রকাশিত বরিষ্ঠ সাংবাদিক দামিনী নাথের 'ই সি আই এর কাজ সম্পাদনে বিরোধ ও ঐকমত্য' শীর্ষক প্রতিবেদনেও বিধৃত আছে ।

অন্যদিকে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ২৩ শে সেপ্টেম্বরের ঐ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের তিন কমিশনার এক যৌথ মিটিং করে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি ছিল সর্বসম্মত এবং আভ্যন্তরীন পর্যায়ে মতামত বা পর্যবেক্ষণকে আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত হিসাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কমিশন আরও জানিয়েছে যে এস আই আরের ক্ষেত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়েছে এবং ফর্ম-৬ এর পরিবর্তনের বৈধতা সুপ্রীম কোর্টই বজায় রেখেছে, যদিও ফর্ম-৬ এর পরিবর্তনের ব্যাপারে শীর্ষ আদালতের বক্তব্য কিঞ্চিত ভিন্ন বলেই এখন প্রকাশ পাচ্ছে।

যাহোক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ঐ প্রতিবেদনে ভোটারতালিকা থেকে অন্যায়ভাবে নাম কর্তনের যে অভিযোগের ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর এবং অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কিনা সে প্রশ্নও উঠতে পারে । ওই বক্তব্যের ভিত্তি করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের আমলে কেন্দ্রীয় শাসক দলের অনুকুলে 'ভোট চুরি' হয়েছে এরকম অনুসিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়াও নিতান্তই বালখিল্যতা কারণ বিশেষ একটি সংবাদপত্রের ওই প্রতিবেদন তো প্রমাণ নয়। বস্তুত বাকী দুই নির্বাচন কমিশনার অদ্যাবধি কোথাও বলেননি তাঁদের মেয়াদকালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জারীকরা কোন নির্দেশই তিনজন কমিশনারের সর্বসম্মত বা সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়নি- তাঁদের কারো ব্যক্তিগত অভিমত যদি কিঞ্চিৎ ভিন্ন হয়েও থাকে ।

প্রসঙ্গত এই জ্ঞানেশ কুমারের আমলেই মাস কয় আগে প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত আসাম,পশ্চিমবঙ্গ কেরলম, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি এই পাঁচটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি সফল হয়নি তিনটি রাজ্যেই যে রাজ্যগুলিতে এস আই আরও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ।আবার বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কেরলম ও তামিলনাড়ু সহ একাধিক রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এস আই আর হয়েছে কোন সমস্যা ছাড়াই। অন্যদিকে এই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আমলেই অনেকদিন পর এরাজ্যে রক্তপাতহীন এবং অবাধ ও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ায় ভোটদানের হারও বেড়েছে। এর থেকে কি প্রমাণিত হয়?নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে প্রাথমিকভাবে যতই মতভিন্নতা থাক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা কিভাবে একজনের কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছিল বলা যায় বা জ্ঞানেশ কুমারই বা নিন্দাযোগ্য হতে পারেন তা বোধগম্য নয়।

তবু এই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ শাণিয়ে যাচ্ছেন বিরোধীরা, অনেকের মতেই, আসলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে-এক সুদূরপ্রসারী আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ হিসেবে। যার অন্যতম গুটি ভুঁইফোড় সিজেপি। সহায়তায় কিছু বড় হাউসের সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমেরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পিত কৌশলী (অপ)প্রচারও সংবাদ পরিবেশনা। সেটা এ রাজ্যের দু-একটি সংবাদপত্রের দিকে নজর দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না যদিও সাধারনের পক্ষে সেটা চট করে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়না। (অপ) প্রচার চলছে এস আই আর এর ফলে দেশে ১৩কোটি মানুষের ভোটাধিকার চলে গেছে-কাজেই 'ভোট চুরি' হয়েছে। কিন্তু ২৪ বছর পর এস আই আর এর ফলে সারাদেশে বাদ যাওয়া এই ১৩ কোটি নামের মধ্যে আছে মৃত ২.৮ কোটি, স্থানান্তরিত ৬.৩ কোটি, ১ কোটির নাম একাধিক জায়গায় আছে এবং খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন ৩ কোটি নাম। পশ্চিমবঙ্গেও মোট ৯১ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার মধ্যে ৬৫ লক্ষই ওই শ্রেণীভুক্ত। আর বাকি ২৭ লক্ষের মত নাম বাদ গেছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কোলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তরের বিচারকদের দ্বারা দাখিলি নথিপত্রের গ্রহণযোগ্যতা সাপেক্ষে এস আই আর এর 'বিবেচনাধীন' তালিকা চূড়ান্তকরণের পর। সেই চূড়ান্তকরনে বাদ যাওয়া কিছু আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানিও এখন চলছে।

কিন্তু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ঐ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর রাজধানী দিল্লির রাজপথে এখন প্রায়শই চলছে বিক্ষোভ মিছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে। এদিকে শত্রুভাবাপন্ন পড়শিদেশ মুখিয়ে আছে সুযোগের অপেক্ষায় ,মজাও দেখছে।পুবের প্রতিবেশি রাষ্ট্রের কুখ্যাত ইউনুস জামানার অন্তর্বতী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সম্প্রতি এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন- আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পতন দেখার অপেক্ষায় আছি।খআরশোলাদের কামড়ে মোদি দিশেহারাও।মনে হয়না টিকতে পারবে বেশিদিন । মোদির পতন হলে কিছুটা হলেও সেদেশে বদল আসবে। অন্ধ মুসলিমবিদ্বেষী রাজনীতি কিছুটা হলেও কমবে।

কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত এই উবাচ মনে করায় সেই প্রবচনটি - চোরের মায়ের বড় গলা। মাঠে নেমে পড়েছে ইউনুসের অন্য সঙ্গীরাও-আপাতত নাহিদ ইসলাম ও সারজিস আলম; এরপর ক্রমশ প্রকাশ্য- হয়ত এক্ষেত্রেও পর্দার আড়ালে আছে কোন 'মেটিকুলাস ডিজাইন'।

ভারতের গণতন্ত্রের বনেদ অনেক মজবুত প্রায় আট দশক সময়কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-পড়শিদের থেকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার আপন বৈশিষ্ট্যেও। কিন্তু মনে রাখতে হবে এদেশকেও ভিতর থেকে বিদীর্ণ করার প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলছে বিভিন্ন দেশবিরোধী অপশক্তি দ্বারা । আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তু এ বৃহত্তম গণতন্ত্র- ঈর্ষান্বিত পড়শি দেশ ছাড়াও মার্কিন ডিপ স্টেটের সুনজরেও নেই আত্মনির্ভর ভারতের অভিযাত্রা।অনেক পড়শি দেশও ঈর্ষান্বিত ভারতের অগ্রগতিতে- ভূ-রাজনীতিতে সঙ্গত কারণেই গুরুত্বপ্রাপ্তিতে। কোনভাবে একবার এ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাবু করতে পারলে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত খোলা মাঠ জঙ্গী মৌলবাদ ও মতাদর্শিক স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে। ২০১৪ সালে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার কাণ্ডারী পরিবর্তন এদের বড়ই না-পসন্দ ছিল- অপপ্রচারের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেশকে দুর্বল করার অপচেষ্টা চলছে সেই থেকেই।মনিপুরে দীর্ঘমেয়াদি সহিংস গোলযোগ ছাড়াও উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও বিভিন্নভাবে অস্থিরতা সৃষ্টির গোপন প্রয়াস জারি আছে বিভাজন ও দেশবিরোধিতার চোরাস্রোতের মাঝে।

১০ তারিখ থেকে নয়া দিল্লিতে সিজেপি ও কিছু বিরোধীদলের প্রস্তাবিত ধর্না কর্মসূচী প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা জনিত কারণে হাজার তিনেককে সাময়িকভাবে আটক করামাত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনারের প্রধানের পক্ষ থেকে 'উদ্বেগ'প্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়া হল।জ্ঞান দেওয়া হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে। স্বাভাবিকভাবেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দেশের পররাষ্ট্র দফতর থেকে এই আচরণকে বাছাই পদক্ষেপ ও ভারতের 'অভ্যন্তরীন বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ' আখ্যা দিয়ে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক মহলের একাংশও ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড নীতিই অনুসরন করছেন।মার্কিন দেশ প্রভাবিত রাষ্ট্রসংঘ অনেকসময়ই সুবিচার করেনি অনেক বিষয়ে-দ্বিচারিতা বার বার চোখে পড়েছে।আমাদের পড়শিদেশে শুধু ধর্মীয়কারণে কয়েকদশক ধরে নিপীড়িত অসহায় জনগোষ্ঠীর পক্ষে কিংবা বিনা বিচারে প্রায় দু'বছর জেলে আটক সন্ন্যাসীর জামিনের আবেদনও শুনানী করতে দিনের পর দিন বাধা দেওয়া কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী মাকে তাঁর একবার শেষ দেখার জন্য প্যারোলের প্রার্থনাও খারিজ হওয়ার প্রেক্ষিতে কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকারবোধ জাগ্রত হয়নি।

প্রসঙ্গত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ২৩শে সেপ্টেম্বরের ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিরোধীরা কুমারের বিরুদ্ধে ইম্পীচমেন্ট আনার তোড়জোড় করলেও প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল এবং প্রবীন আইনজীবী মুকুল রোহতগী যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে তার ভিত্তিতে ইম্পীচমেন্ট আনা যায় না বলে মতপ্রকাশ করে বলেছেন নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা মানেই তা কোন অসাংবিধানিক বা বেআইনী কাজের প্রমাণ নয় ,বরং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নমত স্বাভাবিক।তাঁর মতে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে ,সেটিই আইনের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন হল এতদসত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসই বা ঠিক এরকম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে গেল কেন যার থেকে প্রমাণিত হয়না যে নির্বাচন কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে আভ্যন্তরীন আলোচনায় সদস্যদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মত ছিল না বা অসাংবিধানিক ছিল?আবার যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখিত অনিয়মের অভিযোগগুলি সঠিকও হয় তাহলেও তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে নির্বাচনে ভোট চুরি হয়েছে কিংবা ভোট গ্রহণে কোন অসাধু উপায় বা পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছিল।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবিমত প্রশ্নফাঁসের দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ও অন্যদিকে সোনম ওয়াংচুকও অনশন ভঙ্গ করায় অখুশি হয়েছিল শুধু সিজেপি'র একাংশ নয়, যে কোনভাবে হোক বিজেপিকে সরিয়ে ক্ষমতাদখলে মরীয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও যারা 'আরশোলার' ডানায় ভর করে পড়ে পাওয়া একটা সুযোগকে ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করছিল তারাও ,কারণ সিজেপির বিক্ষোভ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে ওঠা পালের হাওয়াও উধাও হয়ে গিয়েছিল সময়ের সঙ্গে । সবচেয়ে হতাশ হয়েছিল দীর্ঘদিন কেন্দ্রে ক্ষমতার মধু থেকে বঞ্চিত থাকায় অধৈর্য শতাব্দী প্রাচীন দলটি আরো নির্দিষ্ট করে বললে দলের সম্ভাব্য ভাবী প্রধানমন্ত্রীর মুখ বর্তমান বিরোধীদলনেতা রাহুলগান্ধী মহাশয় যিনি এখন জ্ঞানেশকুমারকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আর নিজের পিতার আমলে 'কীর্তিচক্র' শৌর্যপদকে ভুষিত অজিত দোভালকে অন্যতম 'চক্রান্তকারী'আখ্যা দিতেও পিছপা নন ।

রাজীবতনয় যন্তর মন্তরের সময় থেকেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন দল ও নিজেকে প্রাসঙ্গিক ও প্রচারে রাখতে ,পারিবারিক পরম্পরার বাড়তি সুযোগ নিয়ে , আর সঙ্গে তো আছে অনুগত প্রচার মাধ্যম। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল যেমন গো-হারান হেরেছে, কংগ্রেস সহ বিজেপি বিরোধী অন্যদলগুলিও বিশেষ কিছু করতে পারেনি।সেই প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কিছু করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলে মনে করেন অনেকে।হয়ত সে কারণেই সচেতনভাবে ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে ওই ধরণের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গত এক প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে তিন কিস্তিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের জন্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে গত এপ্রিলে অর্থাৎ নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে যদিও পশ্চিমবঙ্গের ২০ শতাংশ আসনেও প্রার্থী না দিতে পারা কংগ্রেসের আলাদাভাবে নির্বাচনে বিরাট কোন সাফল্য সে দলের নেতা কর্মীরাও আশা করেননি। এ প্রেক্ষিতে যদি কেবল সমাজ মাধ্যমে নয় প্রবীন আইনজীবী ও রাজ্যসভার সদস্য মহেশ জেটমালানির মত ব্যক্তিত্বরাও সন্দেহ প্রকাশ করেন যে কংগ্রেসদলের কাছ থেকে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ঐ অর্থ গ্রহণ এবং ২৩ শে সেপ্টেম্বর ঐ পত্রিকায় ওরকম একটি প্রতিবেদন ছাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহলে তা ব্যাখ্যার দায় সংশ্লিষ্ট দলের। যদিও বিহার নির্বাচনের সময় থেকেই রাহুল গান্ধীর বারংবার উত্থাপিত স্বকপোলকল্পিত 'ভোট চুরির' সোচ্চার অভিযোগের উল্লেখ করে ২৩ শে সেপ্টেম্বরের ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ওই প্রতিবেদনে উজ্জীবীত কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এখন বলা হচ্ছে আমরা তো তখনই বলেছিলাম না।কিন্তু নিন্দুকেরা পুরোটাকেই এক পূর্ব পরিকল্পিত ও সুরচিত নাটকীয় আখ্যান বলে মনে করেন।এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক প্রেস কনফারেন্সে রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি কবে এবং কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে ভোট চুরি হয়েছে। উত্তর দিলেন অনেকের মতে দেশের নাকি ভাবী প্রধানমন্ত্রী-ফিলিং আতি হ্যায়। অর্থাৎ রাহুল গান্ধী মহোদয়ের মনে হয়েছে ভোট চুরি হয়েছে, এবং বারবার মনে হয়েছে অতএব সত্যই ভোট চুরি হয়েছে,আর কিছু প্রমাণের দরকার নেই। অপূর্ব যুক্তি!

উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট ও দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের ৪২জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ১২৪ জন অবসরপ্রাপ্ত শীর্ষস্তরের আমলারা (আই এ এস, আই এফ এস ও আই আর এস) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন পৃথক বিবৃতি দিয়ে।

তবে অনেকের অনুমান নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ খুব হিসেব করেই তোলা হচ্ছে যদিও আসল টার্গেট দেশের নির্বাচিত সরকার যে সরকার থাকলে এদের বড় অসুবিধা হচ্ছে এবং তাদের আরও অনুমান এর পেছনে পর্দার আড়ালে থাকা কোন দেশবিরোধী শক্তিও সক্রিয়। দেশের আভ্যন্তরীন অসন্তোষকে পুঁজি করে কোন একটি গোপন শক্তির অস্থিরতা সৃষ্টির এই বারংবার প্রয়াসের সঙ্গে দেশে দেশে 'ডিপস্টেট' এর কার্যকলাপের কিঞ্চিৎ মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমঅনিশ্চিতিতে এবং রাজ্যস্তরেও প্রশ্ন ফাঁস, চাকরিদুর্নীতিসহ বিভিন্ন দুর্নীতির ক্রমআগ্রাসনের প্রেক্ষিতে জেন জি বা সাধারণভাবে দেশের মানুষের একটা বড় অংশের মনেও ক্ষোভও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।জাগছে নিয়ামক সরকারি সংস্থা এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও অবিশ্বাস । মগজধোলাই করতে মুখিয়ে থাকা দেশবিরোধী শ্বাপদদের এ এক অনুকুল সুযোগ। কেরিয়ার সর্বস্ব জেন জি'দের এদের খপ্পরে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা প্রবল।

সেই অপশক্তিদ্বারা প্রণোদিত 'জনরোষ'ও তথাকথিত 'প্রগতিশীল' আন্দোলন তত্ত্ব আসলে মুখোশ । সাধারণের পক্ষে এদের আসল চেহারা বোঝা সত্যই সহজ সাধ্য নয়। এর সাথে আছে কিছু বড় হাউসের খেলা । মাস দুই আগে যন্তর মন্তরে আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন 'যুবশক্তি'র আবির্ভাবে ২০১৪এ ক্ষমতাচ্যুত দলের ক্ষমতায় ফেরার পথ সুগম হওয়ার আশায় কোন কোন সংবাদপত্রেরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অত্যুৎসাহের মত এবারেও দেখা যাচ্ছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদন পর রাজনৈতিক দলগুলির সাথে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের চাপা হিংস্র উল্লাস। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ইস্যুটা নিয়ে খেলাটা বেশিদূর নিয়ে যেতে না পারলেও নতুন নতুন ইস্যুর সন্ধানে হন্যে হয়ে থাকা ক্ষমতা বুভুক্ষু ক'টি দল ও তাদের পেটোয়া প্রচার মাধ্যম নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক আখ্যান নির্মাণ করতে সচেষ্ট বিবিধ লক্ষ্যে ও রাজনৈতিক স্বার্থে । পারিপার্শ্বিকতায় অনুমান,আড়ালে কলকাঠি নাড়া এক বৃহৎ অদৃশ্য শক্তির প্রণোদনাই বানিজ্য-মনস্ক কতিপয় বড় হাউসেরও অতি সক্রিয়তার চাবিকাঠি? এরাজ্যেরও তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে দীর্ঘদিন ক্ষমতাচ্যুত একটি শক্তির পক্ষে আগামী নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্রনির্মাণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে আগাম কর্মসূচী নয় তো!সবাই কি কোথাও একই বিনিসুতোয় পরস্পর সংযুক্ত! তবে আগামী ঘটনাপ্রবাহ অনেকটাই নির্ভর করবে শীর্ষ আদালতের পদক্ষেপের উপর। সকলের দৃষ্টি থাকবে সেদিকেই।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বাইরের লোক নয়, সবচেয়ে বেশি ভয় কাছের মানুষেরাই। যে যত চিনে জানে, সে তত হিংসা করে, ততই হিংস্র হয়। সেই তো সর্বনাশ করতে পারে।

কোট-আনকোট

রেজিনগরের ৩০ ভাগ হিন্দুকে ভাগীরথীর জলে ভাসাবে বলেছিল। এখন নিজেই নাকের জলে চোখের জলে ভাসছে হুমায়ুন। সংখ্যালঘুরা দেখেছেন, তাঁদের ভোট ছাড়াও মোদীর জয়রথ চলছে। তাই মূলস্রোতে থাকতে তাঁরাও বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বলাগড়ে মিনি বন্দর তৈরির সূচনা, ভূমিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার মিনি বন্দরের রাস্তা ও ব্রিজ তৈরির কাজের সূচনা হয়। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের ভার কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার বলাগড়ে মিনি বন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা বন্দরের চাপ কমাতে বলাগড়ে হবে মিনি বন্দর। সোমবার, দুর্গাপুজোর দ্বিতীয়ায় সংযোগকারী রাস্তার ভূমিপুজো হলো। গত জানুয়ারি মাসে সিঙ্গুরে এসে প্রধানমন্ত্রী তার শিলান্যাস করেন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আবহে হলো ভূমিপুজো। অসম রোডের পাশে বারইপাড়ায় ভিত পুজো হয়েছে। ভূমিপুজোয় উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, বলাগড়ের বিধায়ক সুমন সরকার, হুগলি জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি,পূর্ত দপ্তর ও পোর্ট ট্রাস্টের অফিসাররা। হুগলির বলাগড়ের শ্রীপুর চরে তৈরি হবে মিনি বন্দর। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ১৯৯৬ সালে সিইএসসির বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে পোর্ট ট্রাস্টেরও কিছু জমি রয়েছে। তখন থেকে কাজও শুরু হয়েছিল। তৈরি হয় ব্রিজ, রাস্তা। তবে ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যায় সেই ব্রিজ, রাস্তা ধুয়ে যায়। এরপরে বাতিল হয় বিদ্যুৎ প্রকল্প। বলাগড়ের মিনি বন্দর প্রকল্পে মোট প্রায় ৫৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। তৈরি হবে প্রায় ৪ কিলোমিটার সংযোগকারী রাস্তা, ব্রিজ, পোর্ট টার্মিনাল ও দু'টি জেটি। প্রকল্পের কাজ দু'বছরের মধ্যে শেষ করার আশার কথা জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা। প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ১,৫০০ জন এবং পরোক্ষ ভাবে ১৫-২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। ২৫ বছর ধরে সেই জায়গা পড়েছিল। সেখানেই এ বার গড়ে উঠবে মিনি বন্দর। শ্রীপুরে গঙ্গা প্রাকৃতিক ভাবে বন্দরের উপযোগী। গঙ্গা থেকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে আবার গঙ্গায় মিশেছে। মাঝে যে চর রয়েছে, সেখানেই তৈরি হবে বন্দর। জাহাজ আসবে, পণ্য ওঠানামা করবে। বদল আসবে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থারও। বলাগড় মূলত কৃষি প্রধান এলাকা। সেখানে এই মিনি বন্দর তৈরি হলে, কর্মসংস্থান বাড়বে বলে আশায় বলাগড়বাসী। পাশাপাশি বলাগড়ের গঙ্গা ভাঙন রোখা যাবে বলেও আশাবাদী স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু মিশ্র বলেন, 'এখানে মিনি পোর্ট তৈরি হবে, তার যে সংযোগকারী রাস্তা, সোমবার তারই ভিত পুজো হলো। আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এখানে একটা পোর্ট টার্মিনাল তৈরি হবে, দু'টো জেটি তৈরি হবে। পোর্ট এরিয়ার সংযোগকারী রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সমস্ত জমি আমাদের হাতে আছে। এই প্রজেক্টের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়ে গিয়েছে। মোট ৫৪০ কোটি টাকার প্রোজেক্ট। প্রত্যক্ষ ভাবে দেড় হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। পরোক্ষ ভাবে ১৫ থেকে ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।' বলাগড়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুমন সরকার বলেন, 'এটা আমাদের কাছে একটা বড় পাওয়া। প্রধানমন্ত্রী নিজে উদ্বোধন করেছেন। এটা পরিবর্তনের সরকার। আগামী দু'বছরের মধ্যে বা তার আগেই কাজ শেষ হবে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।' হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন সরকারের এখনও ৬ মাস বয়স হয়নি। তার আগেই এই কাজ হচ্ছে। ৫৩৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। যাঁরা বাইরে কাজ করছেন, তাঁরা ফিরে আসবেন। পোর্টের মাধ্যমে রেল, জলপথ ও সড়কপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।' জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরি জানান, 'এই বন্দরে কার্গো শিপ আসবে, কন্টেনার বোঝাই জাহাজ আসবে। এই বন্দর এই জেলাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।'

'জয় দুর্গা মাইকি' বলে রাজনৈতিক প্রশ্ন এড়ালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চে রাজনৈতিক প্রশ্নে 'জয় দুর্গা মাইকি' বলে চর্চায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষে। বসিরহাটে একই মঞ্চ থেকে বাংলার সংস্কৃতিতে বাধা দেওয়া নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি, সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ এবং তৃণমূল আমলে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন তিনি। বসিরহাটের ১১ পল্লি ক্লাবের ৮৪তম দুর্গাপুজোর উদ্বোধন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একদিকে বাংলার সংস্কৃতি ও দুর্গাপুজো নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখে তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব 'জয় দুর্গা মাইকি'। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষের দাবি, এসআইআর আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর এলাকার এক কলেজছাত্রকে দিনে ১০০ ডলার দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে 'জয় দুর্গা মাইকি' বলে জবাব দেন।

এরপর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে বাংলার সংস্কৃতি ও দুর্গাপুজোয় বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'বাঙালির সংস্কৃতি ও পুজোয় কেউ বাধা দিতে এলে পশ্চিমবাংলায় সে শান্তিতে থাকতে পারবে না।' পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সাধারণ মানুষ যেন কোনও দুশ্চিন্তা বা সমস্যার মুখে না পড়েন।' পুজোর সরকারি অনুদান নিয়েও মঞ্চ থেকে সরব হন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, আজ থেকেই অনুদানের চেক বিতরণ শুরু হবে। একই সঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, আগে তৃণমূল নেতারা কাটমানি নিতেন। এখন কেউ টাকা চাইলে তাঁদের জানাতে বলেন তিনি। দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে সংস্কৃতি, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগ, তিনটি বিষয়েই বার্তা দিলেন দিলীপ ঘোষ। বিশেষ করে এসআইআর আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ডলার দেওয়ার অভিযোগে তাঁর 'জয় দুর্গা মাইকি' জবাব এবং কাটমানি নিয়ে মন্তব্য ঘিরে বসিরহাটের রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

ফর্ম জি

আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ

আর্থার টার্নিক প্রজেক্টস লিমিটেড-এর জন্য (৪এইচ, ইলেকট্রনিক সেন্টার ১/১এ, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২-এ শেয়ার/সিকিউরিটিজ বিনিয়োগে কর্মরত)

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১)-এর অধীনে]

নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	প্যান এবং সিআইএন/এলএলপিন নম্বর সহ কর্পোরেট দেনাদারের নাম	আর্থার টার্নিক প্রজেক্টস লি. প্যান-AAFCM4891H এবং CIN : U45204WB2008PLC124166
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৪এইচ, ইলেকট্রনিক সেন্টার ১/১এ, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	৪এইচ, ইলেকট্রনিক সেন্টার ১/১এ, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/শ্রমিকদের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও অন্যান্য বিবরণ এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	cirp.arthurturnkeyprojects@gmail.com-এ ইমেইল করে বিস্তারিত জানা যেতে পারে
৯.	কোডের সেকশন ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	cirp.arthurturnkeyprojects@gmail.com-এ ইমেইল করে বিস্তারিত জানা যেতে পারে
১০	আগ্রহ প্রকাশ বা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট গ্রহণের শেষ তারিখ	২৮.১০.২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	০৮.১১.২০২৬
১২	অস্থায়ী তালিকার বিষয়ে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৩.১১.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	২২.১১.২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৭.১১.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭.১২.২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশ বা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জমা দেওয়ার প্রসেস ই-মেইল আইডি	cirp.arthurturnkeyprojects@gmail.com

অভিজিৎ কুমার সিং (আরপি)
IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
২৮৯ জিটি রোড, বিচ্ছু বাড়ি বিল্ড, রুম ৪, ফ্ল্যাট ১৫, বেলুড়, হাওড়া-৭১১২০২
আর্থার টার্নিক প্রজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI হোম লোন সেন্টার বেহালা
জীবনতারা বিল্ডিং, ৩য় তলা, ২৩৪/৪৪ এবং ৪৪/৫, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৩৫, ইমেইল : sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৮.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী অন্তরা রায়, প্রযত্নে- কৌশিক রায়, গ্রাম- গরিপুর, পোঃ- কল্যানবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর-১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৩ এবং নাহাজারি গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ- নাহাজারি, থানা- বিষ্ণুপুর, নাহাজারি হাই স্কুলের নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪০**-কে নোটিশে উল্লিখিত ০৭.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৮,২১,৪৪৫.০০ **টাকা (আটত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা)** এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **০৭.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৮,২১,৪৪৫.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর চার্জের অধীন হবে।
সিকিউরড সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক শ্রীমতী অন্তরা রায় ওরফে শ্রীমতী অন্তরা রায়
বুক-১, ভলিউম নং ১৬৩০-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৭১৯০৭ থেকে ১৭১৯২৮, **দলিল নং ১৬৩০০৫০৫৪ হিসাবে ২০২৫ সালের** জন্য ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডি.এস.আর.-৫, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত।
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি যার আয়তন প্রায় ৪ ডেসিমেল বা ২.৪২ কাঠা, ৪৭ ডেসিমেলের মধ্যে, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭১০৪, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৩১৩, যা মৌজা নাহাজারি, জে.এল. নং ১, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং- ৩৫২, রেসা নং ৯১-এ নাহাজারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অধীনে অবস্থিত, সাথে ২২৯৫ বর্গফুটের একটি দোতলা আবাসিক ভবন যার মধ্যে নিচতলায় ৯৬৩ বর্গফুট (০৩টি বেড রুম, ০১টি রান্নাঘর, ০১টি টয়লেট এবং ০১টি ডাইনিং নিয়ে গঠিত) এবং প্রথম তলায় ১৩৩২ বর্গফুট (০৩টি বেড রুম, ০১টি রান্নাঘর, ০১টি টয়লেট এবং ০১টি ডাইনিং নিয়ে গঠিত), সাথে উক্ত সম্পত্তিতে থাকা সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ সহ, এবং উক্ত সম্পত্তি এতদসংলগ্ন মানচিত্র বা প্ল্যানে ''লাল'' সীমানা রেখায় প্রদর্শিত এবং চিহ্নিত করা হয়েছে, যার **চৌহদ্দি নিম্নরূপ-**
উত্তরে : কচিরাম মন্ডল, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পূর্বে : সুমন হালদার, পশ্চিমে : শম্ভু নাথ মন্ডল।

তারিখ : ০৯.১০.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্থায়ীকরণের দাবিতে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: পশ্চিমবঙ্গের ভিবি-জি রামজি প্রকল্পে কর্মরত গ্রাম রোজগার সহায়ক (জিআরএস), ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রেনার (ভিএলই) এবং স্কিলড টেকনিক্যাল পার্সন (এসটিপি) কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি কর্মসূচি পালিত হল। সারা রাজ্যের পাশাপাশি সোমবার বীরভূম জেলাতেও কর্মবিরতি পালন করেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। আগামী পঞ্চায়েত নিয়োগের আগেই কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এদিন বীরভূমের জেলাশাসকের কাছে একগুচ্ছ দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ জিআরএস, ভিএলই ও এসটিপি কর্মীসাথী যৌথ মঞ্চের আহ্বানে এই কর্মবিরতি কর্মসূচি সংগঠিত হয়। কর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাঁরা পেন ডাউন ও কর্মবিরতি কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। কর্মীসাথী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই প্রায় কুড়ি বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদের স্থায়ীকরণ করা হলে একদিকে যেমন তাঁদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে, তেমনই সরকারেরও অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থাকবে। কর্মীদের দাবি, নিয়মিতভাবে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত থাকা যোগ্য কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। বিশেষ করে আগামী পঞ্চায়েত নিয়োগের আগেই তাঁদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা আরও জানান, প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই তাঁরা নিজেদের ন্যায্য দাবি, আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই কর্মীদের পরিষেবা গ্রহণ করলে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও কার্যকর হতে পারে। এখন কর্মীদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরে আদিবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার রানিবাঁধে আদিবাসী হস্টেলে আবাসিকদের ওপর অত্যাচার ও যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি ও নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আজ বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালো আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চ। আজ বাঁকুড়ার তামলীবাঁধ থেকে মিছিল করে মঞ্চের কর্মী ও সমর্থকেরা বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে যান। পুরানো এসপি অফিস মোড়ের কাছে পুলিশ মিছিলের পথ আটকালে সেখানে রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মঞ্চের কর্মীরা। সম্প্রতি বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকে এক আশ্রমিক স্কুলে আবাসিক আদিবাসী ছাত্রীদের উপর অত্যাচার ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে স্কুলেরই এক নৈশ প্রহরীর বিরুদ্ধে। ঘটনার অভিযোগ পেতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই ঘটনায় অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে এবার পথে নামলো আদিবাসী অধীকার ও বিকাশ মঞ্চ। এর পাশাপাশি মঞ্চের তরফে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও অবিলম্বে ভুয়ো এসটি শংসাপত্র বাতিলের দাবি জানানো হয়। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

পরিবহণ সংস্থায় ডামাডোল মেটাতে উদ্যোগী সৌমিত্র খাঁ ও চন্দনা বাউড়ি

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বড়জোড়া মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের পরিবহণ সংস্থা দুর্লভপুর ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ডিটিওএ রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম একটি পরিবহন সংস্থা। গত ৩-৪ মাস ধরে এই সংস্থায় ডামাডোল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই অরাজনৈতিক সংস্থায় আগের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হস্তক্ষেপ করতে হয় বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি ও সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে। তারপরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ার ফলে এই সংস্থার যে ৭০/৮০ জন কর্মচারী রয়েছেন তাদের নিয়মিত মাইনে হচ্ছে না এবং জনস্বার্থে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যে অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে তাও সঠিকভাবে পরিষেবা দিতে পারছে না। পুজোর মুখে সেপ্টেম্বর মাসের মাইনে না পেয়ে কর্মচারীরা রবিবার থেকে ডিটিওএ অফিসের সামনে বিক্ষোভ ধর্নায় বসেছেন। তাদের দাবি, পুজোর আর বাকি নেই। কিন্তু এখনও মাইনে না হওয়ায় তাদের ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনতে পারেননি। বিক্ষোভকারী এক কর্মী তাপস ব্যানার্জী বলেন, 'কোভিড পিরিয়ডের সময় সমস্ত পরিবহণ বন্ধ হয়ে গেলেও আমাদের মাইনে বন্ধ হয়নি। কিন্তু গত ৪ মাস আগে সংস্থার যিনি সভাপতি ছিলেন তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর থেকে মাইনে অনিয়মিত হয়ে গেছে। তাপস ব্যানার্জী বলেন, প্রতি মাসের ৪/৫ তারিখে মাইনে হয়ে যায়। কিন্তু এখন হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে ধরনায় বসেছি।' এ বিষয়ে শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি বলেন, 'সংস্থার সদস্যদের কয়েকজন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। আগের সভাপতি ছিলেন গৌতম মিশ্র ওরফে শ্যাম মিশ্র। সদস্যদের একাংশ প্রলোভিত হয়ে তাঁকে সরিয়ে দেন। শ্যাম মিশ্র অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ করেন। একজন সভাপতির দায়িত্ব নেন। কিন্তু তাঁকে সদস্যদের বৃহত্তম অংশ মেনে নিতে পারেনি। তখন বিধায়ক ও সাংসদ সৌমিত্র খাঁ সকল সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে দুই গোষ্ঠীর ৩ জন করে ৬ জনকে নিয়ে একটি কোর কমিটি গঠন করে দেন। কিন্তু এই ৬ জনের মধ্যেও বনিবনা না হওয়ায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হন সদস্যরা।' চন্দনা বাউড়ি বলেন, '২ অক্টোবর পুলিশ সুপার এবং গঙ্গাজলঘাটির আইসি একটি বৈঠক ডাকেন। সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমি ও বড়জোড়ার বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ। ঠিক হয় আগে যেমন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হয়ে এসেছে এবারও সেভাবেই ভোট হবে। সকলের উপস্থিতিতে আগামী ১৪ নভেম্বর ভোটের দিন ঠিক করে দেন পুলিশ সুপার। কিন্তু পরে একাংশ ভোট করতে রাজি না হওয়ায় ফের পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়।' তিনি আরও বলেন, 'বিষয়টি আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়েছি। তিনি এখানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করতে বলেছেনে। ভোট করানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমাকে নির্দেশ দেন।' বিধায়ক সেই মতো চন্দনা বাউড়ি ও বিল্লেশ্বর সিংহ ডিটিওএ অফিসে মিটিং ডেকে সকলকে ভোটের কথা জানিয়ে দিলে সদস্যদের একাংশ বেরিয়ে আসেন। এরপরই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন চন্দনা। তিনি বলেন, 'কেউ হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন, কখনো সুপ্রিম কোর্ট দেখাচ্ছেন।' তিনি প্রাক্তন সভাপতি গৌতম মিশ্রর প্রতি আস্থা রেখে বলেন, 'উনি ছাড়া কেউ এই সংস্থা চালাতে পারবেন না। ওনাকেই পুনরায় সভাপতি পদে দেখতে চাই। দীর্ঘ ৩০ বছর কোনো রাজনৈতিক দলকে হস্তক্ষেপ করতে হয়নি। এখন কেন আমার কাছে কর্মীরা ছুটছেন মাইনের জন্য? আমি না বললে কেন অ্যাম্বুল্যান্স বের হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি চলতে পারে না। ভোট না করতে চাইলে গৌতম মিশ্রকেই সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হবে।' অপর বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহও চন্দনার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

আলিপুর কোর্ট শাখার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: রবিবার রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির আলিপুর কোর্ট শাখার উদ্যোগে সংগঠনের নামখানা ব্লকের সহযোগিতায় নামখানার প্রত্যন্ত গ্রামে সেখানকার প্রান্তিক ছাত্র, ছাত্রী-সহ সাধারণ মানুষের হাতে, আলিপুর কোর্ট, পুলিশ কোর্ট-সহ শিয়ালদা, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ কোর্টের কর্মচারীদের সাহায্য সহযোগিতায় শারদ উৎসবের প্রাক্কালে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুগ্ম সম্পাদক সুরজিৎ গুহ, সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শম্ভু বাহাদুর। তিনি এই মহতী কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, 'জীবন জীবিকার সংকট দিন দিন বাড়ছে, মানুষ আর্থিকভাবে দুর্বল হচ্ছেন, সন্তানের মুখে অন্য তুলে দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। একই সাথে তিনি জানান, এই ধরণের কর্মসূচি সংগঠন সারা বছর ধরেই করে থাকে। এটা কোনও দান বা উপঢৌকন না। আমরা মনে করি এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য। আমরা কর্মচারীরা আগামী দিনে এই

ধরণের কাজকে আরো বৃহত্তর পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।' এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব কালীপদ দাস, কালী ব্যানার্জী, পুষ্পেন্দু বসু, দেবজিৎ বসাক, দেবাশিস ব্যানার্জী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল।

ফর্ম নং আইএনসি.২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩ নং ধারার উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ এর উপ-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স শ্রী সাই শ্রদ্ধা স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U27109WB2004PTC099200) এর বিষয়ে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৩২, চৌরঙ্গী রোড ওম টাওয়ার ০৭ম তলা ইউনিট নং ৭০৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭১-এ অবস্থিত
...আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশন অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা-র কাছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় কোম্পানিগুলির নিবন্ধক, কলকাতা-এর এখতিয়ারাধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে কোম্পানিগুলির নিবন্ধক, কটক-এর এখতিয়ারাধীন "ওড়িশা রাজ্য"-এ পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''ওড়িশা রাজ্য''-এ প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম দাখিল করে পাঠাতে পারেন অথবা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ০৬ষ্ঠ তলা প্লট নং IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল-এর কাছে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে বা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং উপরে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানিকে একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে।

শ্রী সাই শ্রদ্ধা স্টিলস প্রা. লি.-এর পক্ষে,
সুশীল কুমার গুপ্তা
ডিরেক্টর
ডিআইএন : ১১০৮৪৯৭২

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চ
'ললিত ভিলা' গ্রাম + পোঃ- কাকদ্বীপ, থানা- কাকদ্বীপ, জেলা : ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন-৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১.০৬.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে **ঋণগ্রহীতা সমরেশ বেরা, পিতা- ঝন্টু বেরা, সাগর, খাস রামকরচর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা**-কে নোটিশে উল্লিখিত **১১.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৩,৭৪,৭০৬/- টাকা (তেইশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশো ছয় টাকা)** এবং তার সাথে চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয় সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ৮ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির সাথে যে কোনও লেনদেন **১১.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৩,৭৪,৭০৬/- টাকা (তেইশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশো ছয় টাকা)** এবং তার উপর চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয়ের জন্য **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-এর চার্জের অধীন হবে।
সিকিউরড সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ০৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও ভবনের ইকুইটেবল মর্টগেজ যা মৌজা খাসরামকর চর, জে.এল. নং ২৮, তৌজি নং ২৯৩১, আর.এস. দাগ নং ২৬৫০, খতিয়ান নং-১৮১ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৫০৮৯, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৩৫, সংশ্লিষ্ট নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭৭৯, রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৩-এর অধীনে অবস্থিত।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সঞ্জীব মাহাতর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সঞ্জীব মাহাতর সম্পত্তি এবং সরকারি কাঁচা ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে :** রতন মাইতির সম্পত্তি এবং বরম রাস্তা (৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা), **পশ্চিমে :** মহাদেব বেরার সম্পত্তি।

পূর্ববর্তী যেকোনো ১৩(৪) নোটিশ বাতিল এবং প্রত্যাহার করা হল।

তারিখ : ০৮.১০.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কাকদ্বীপ — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

৩৫ বছরে পদার্পণ পানাগড়ের 'অনুজ সংঘ'-এর দুর্গাপুজো

সুজিত ভট্টাচার্য

বুদবুদ: ৩৫ বছরে পদার্পণ করল বুদবুদ থানার অন্তর্গত অনুরাগপুর গ্রামের 'অনুজ সংঘ' ক্লাবের দুর্গাপুজো। ঐতিহ্য ও ভাবগাম্ভীর্যের মেলবন্ধনে প্রতিবছরের মতো এ বছরও এই ক্লাবের আলোকসজ্জা, দুর্গামণ্ডপ এবং প্রতিমা দর্শনীয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী ক্লাবের কর্মকর্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পুজো কমিটির সভাপতি তপনজ্যোতি ভাদুরী জানান, দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে পুজোর আয়োজনে তাঁরা কোনও খামতি রাখেন না। এ বছর মায়ানমারের একটি বিখ্যাত মন্দিরের আদলে মণ্ডপ গড়ে তোলা হচ্ছে। নদীয়া জেলার শান্তিপুর থেকে আসা দক্ষ শিল্পীরা দীর্ঘ দেড় মাস ধরে কাপড়, বাঁশ, থার্মোকল ও ফোমের সূক্ষ্ম কাজ এবং মনোরম রঙের ছোঁয়ায় গড়ে তুলছেন এই সুদৃশ্য মণ্ডপ। বর্তমানে মণ্ডপসজ্জার কাজ প্রায় শেষের

মুখে। পঞ্চমীর দিন সেনাক্যাম্পের আধিকারিকরা সহ একাধিক বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। পুজোর চার দিন ব্যাপি নানা সাংস্কৃতিক, বিচিত্রানুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মসূচিরও রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুজো কমিটির সক্রিয় সদস্য তনিমা ভাদুরী বলেন, 'আমাদের এই পুজো অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠার সাথে আয়োজিত হয়। পুজোর দিনগুলিতে রাস্তার দু'পাশের মনোরম আলোকসজ্জা পথচলতি মানুষ ও দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।' অন্যদিকে, পাড়ারই মেয়ে সুদীপ্তা ঘোষ স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই এই পুজো দেখে আসছি। এবার পুজো আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পুজোর দিনগুলিতে আনন্দ-আড্ডায় এমন জমজমাট পরিবেশ তৈরি হয় যে পাড়া ছেড়ে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছাই করে না। বিশেষ করে নবমীর দিন পুরো গ্রামের মানুষের জন্য মহা ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারের সদস্য ও পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে মহা আনন্দে কেটে যায় চারটে দিন।' ৩৫তম বর্ষের পুজোকে কেন্দ্র করে অনুরাগপুর গ্রামজুড়ে এখন উৎসবের পারদ চড়তে শুরু করেছে। মণ্ডপ ও আলোকসজ্জার চূড়ান্ত রূপ দেখতে প্রহর গুনছেন এলাকাবাসী।

বঙ্গ শারদ সম্মান '২৬

সম্মানিত হলেন মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গ শারদ সম্মান ২০২৬' প্রদান করা হল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রত্যন্ত এলাকার মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষকে। ১১ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার, কলকাতার কালীঘাট সংলগ্ন সুজাতা দেবী স্মৃতি সদনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। ন্যাশেনাল আকাডেমি অফ সাক্ষরতা মিশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, সংগীত, নৃত্য, সমাজসেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মাননা প্রাপকদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপকের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে মা দুর্গার প্রতিকৃতি-সম্বলিত স্মারক, শংসাপত্র এবং মেডেল। দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা, সৃজনশীলতা ও পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা এবং শিশুদের আনন্দময় শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। একটি প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর এই কর্মনিষ্ঠা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। তাছাড়া শিশু মূল্যবোধ তৈরি করতে অভিভাবক, সমাজের কি করণীয় তা নিয়ে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় তার দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১-০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল : sclinvestors@somanyceramics.com / corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট : www.somanyceramics.com
বিজ্ঞপ্তি

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের সেবি (এসইবিআই) সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার সুবিধার্থে **০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের জন্য আরও একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।
০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে নথিপত্র/প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে যে সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান/ফেরত দেওয়া হয়েছিল বা বিবেচনা করা হয়নি, সেগুলি ত্রুটি সংশোধনের পর সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ তারিখের মধ্যে হস্তান্তরের নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮-২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেইল contact@mdplcorporate.com।
আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র সঠিক পাওয়া গেলে, হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন অবস্থায় থাকবে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ১২ অক্টোবর, ২০২৬
স্থান : নয়ডা

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১২ তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১। ব্রাঞ্চের ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত মামলাগুলিতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/রা (ঋণগ্রহীতা) এবং (সহ-ঋণগ্রহীতা) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ/সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি বিলি না হয়ে ফিরে এসেছে এবং সেই কারণে এই সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারদের জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	অস্থাবর সম্পত্তির হাইপোথিকেশন	বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ-এর তারিখ	সুবিধার প্রকৃতি এবং বকেয়া পরিমাণ (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
মনিরুল ইসলাম মুন্সি, গ্রাম- বড়চাঁদঘর, পোঃ- বড়চাঁদঘর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১৫৬	নথিতে উল্লিখিত কোম্পানির স্টক, ব্যবসার স্টক, প্রাপ্য, ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী এবং সমস্ত চলতি সম্পদ এবং হাইপোথিকেটেড অস্থাবর প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ইত্যাদি সহ সমস্ত চলতি সম্পদ।	০৯.১০.২০২৬ / ২৯.১২.২০২৪	সিসি লোন (এ/সি নং ৪২৩২৭৩৬০৩৩৬) ১৩,২১,৪৭১.০০ + টিএল লোন (এ/সি নং ৪২৩২৭৩০৭২৮২) ১৬,০০,৫৯৪.০০ = মোট বকেয়া ২৯,২২,০৬৫.০০ (উনত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা) ০৯.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী, সাথে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাদের গ্যারান্টারদের এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্রষ্টব্য : এই বিজ্ঞপ্তির আওতাভুক্ত ঋণ হিসাব(গুলির) বিষয়ে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা পূর্ববর্তী সমস্ত দাবি নোটিশ এতদ্বারা প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হল। প্রযুক্তিগত অসঙ্গতি দূর করতে, অস্পষ্টতা দূর করতে এবং প্রযোজ্য সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে স্বচ্ছতা এবং সম্মতি নিশ্চিত করতে, ব্যাঙ্কের অন্তর্নিহিত দাবি এবং অধিকারের কোনো ক্ষতি না করে, পূর্ববর্তী সমস্ত দাবি নোটিশের স্থলাভিষিক্ত করে এই নতুন দাবি নোটিশ জারি করা হল। এতে নির্ধারিত ষাট দিনের মেয়াদ এই নতুন নোটিশ জারির তারিখ থেকে শুরু হবে।

‘আরশোলাদের ডানা ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টায় উঠে যাওয়া দলগুলো’

হাবড়ায় সিজেপি নিয়ে মন্তব্য দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ‘আরশোলাদের ডানা ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করছে উঠে যাওয়া দলগুলোই’ হাবড়ায় মন্তব্য দিলীপের। যেসব দলগুলো উঠে যাচ্ছে তারা আরশোলার ডানা ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করছে। দিল্লিতে কররোজ জনতা পার্টির আন্দোলন সম্পর্কে সোমবার হাবড়ার একটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এমনই মন্তব্য করলেন। সঙ্গে কররোজদের আন্দোলনে বিদেশি অর্থ আসছে বলেও এদিন তিনি মন্তব্য করেছেন। খড়গপুর পুরসভায় অনাস্থা ঘিরে গোলমাল প্রসঙ্গে দিলীপ এদিন

তৃণমূলকেই দায়ী করেছেন। এদিন হাবড়ার একটি সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। পুজোমণ্ডপ উদ্বোধনের পর মঞ্চে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি চাঁদার জুলুম ও তোলাবাজি নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। দিল্লিতে কররোজ জনতা পার্টির আন্দোলন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চায়েত মন্ত্রী এদিন বলেন, ‘দিল্লির আন্দোলন দেখে ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে ওই আন্দোলনের নেপথ্যে কারা রয়েছেন। বাংলাদেশের কয়েকজন মন্ত্রীর সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট দেখলে অনেক কিছুই বোঝা যাচ্ছে।’ মন্ত্রী আরও সংযোজন করেন, ‘বিরোধীদের আসলে এখন কোনও কাজ নেই। শীত আসছে, একটু ধর্না দিচ্ছেন। পিছনে কী উদ্দেশ্য আছে তা বাংলাদেশের মন্ত্রীদের ফেসবুক পোস্ট দেখলে বুঝতে পারবেন। বিদেশ থেকে যাঁরা এদেশকে অস্থির করার চেষ্টা করছেন তাঁদের আঙ্গুলিহেলানে সবকিছু হচ্ছে।’ কলকাতায় কররোজদের আন্দোলন প্রসঙ্গে দিলীপের মন্তব্য, ‘যে সব দলগুলো উঠে যাচ্ছে তাদের কাছে আর কোনও প্লাটফর্ম নেই। তাই তারা আরশোলাদের ডানা ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করছে।’ পুরপ্রধান নির্বাচন ঘিরে খড়গপুর পুরসভার সামনে বিজেপির আন্দোলন প্রসঙ্গে দিলীপের মন্তব্য, ‘তৃণমূল জোর করে খড়গপুর পুরসভা জিতেছিল। গত পাঁচ বছরে বারবার ওদের পুরপ্রধান বদল হয়েছে। মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এদিন সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে বিজেপির কিছু কর্মীও যুক্ত ছিলেন।’

‘বনগাঁয় দ্বিতীয় ডাকু তৈরি হতে দেব না’, হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ‘বনগাঁয় দ্বিতীয় ডাকু তৈরি হতে দেব না।’ নাম না করে কড়া হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পৌরসভা পরিদর্শনে যান বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। দীর্ঘক্ষণ তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদারের সঙ্গে বৈঠক করেন। শোনেন সুবিধা অসুবিধা কথা। শান্তনু ঠাকুর চেয়ারম্যানকে বার্তা দেন, পৌরসভার সমস্ত কাজ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘চেয়ারম্যানকে হুমকি দেওয়া চলবে না। বনগাঁয় দ্বিতীয় ডাকু হতে দেব না। চেয়ারম্যানকে বললাম কেউ হুমকি দিলে জানাতে। সেই তথ্য প্রয়োজনে পিএম-কে জানাবো।’ বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার জানান, ‘উনি কখনও বনগাঁ পৌরসভায় আসেননি। প্রথমবার আসলেন যেহেতু উনি সাংসদ আমাদের বেশ কিছু দাবি দেওয়া ছিল সেটা ওনাকে জানালাম। উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন সমস্ত সহযোগিতা করবেন। আজকের দিন শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎকার।’

সিজেপি সংগঠনকে ঘিরে চাঞ্চল্য, দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সিজেপি আন্দোলনে গেলে মিলবে দৈনিক ১০০ডলার। সরকার বিরোধী আন্দোলন তৈরি করলে মিলবে আরোও। আরামবাগের প্রান্তিক এলাকায় কলেজ পড়ুয়াদের লক্ষ লক্ষ টাকার টোপ দিয়ে দেশবিরোধী আন্দোলনে নামানোর চেষ্টা চলছে আরামবাগে। হোয়াইট অ্যাপ স্ক্রিনশর্ট সামনে এনে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন পুরশুড়া ও আরামবাগের বিধায়ক বিমান ঘোষ ও হেমন্ত বাগ। আরামবাগে এক সাংবাদিক বৈঠক করে উদ্বেগজনক এই বিষয়টি সামনে আনেন আরামবাগ ও পুরশুড়ার বিধায়ক হেমন্ত বাগ ও বিমান ঘোষ। তারা দাবি তোলেন যে, সম্প্রতি পুরশুড়া বিধানসভার এক কলেজ পড়ুয়ার কাছ থেকে তারা বিষয়টি জানতে পেরেছেন। প্রমাণ স্বরূপ বেশকিছু কথোপকথনের স্ক্রিনশর্ট সামনে এনেছেন তারা। তাতে সিজেপিতে যোগদান ও সিজেপির হয়ে প্রশাসনকে অশান্তিতে রেখে তাদের ব্যস্ত রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আর এর বিনিময়ে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। যদিও কার বা কাদের মোবাইলে এই মেসেজ পাঠানো হচ্ছে তা প্রকাশ্যে আনেননি বিমান ও হেমন্ত। তবে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন বলে দাবি তুলেছেন। সিজেপি নামের একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁর দাবি, সম্প্রতি এক কলেজ ছাত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং তাঁর মোবাইলে আসা একটি মেসেজকে সামনে রেখে এই অভিযোগ করা হয়েছে। রবিবার রাতে আরামবাগে এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ ও আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ। সাংবাদিক বৈঠকে বিমান ঘোষ দাবি করেন, সিজেপি নামে ওই সংগঠন দেশের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি এবং ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালানোর পরিকল্পনা করছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী,

নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম ও ছবি প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক কলেজ ছাত্রের কাছে এই মেসেজ আসে। ওই মেসেজের সূত্র ধরেই সংগঠনটির সম্পর্কে কিছু তথ্য তাঁর কাছে পৌঁছেছে বলে দাবি করেন বিধায়ক। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষের অভিযোগ, সংগঠনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। এমনকী বাংলাদেশ বা বিদেশ থেকে অর্থ আসার এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত যুবকদের ব্যক্তিগতভাবে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, দৈনিক ১০০ ডলার কিংবা মাসে প্রায় ৯৬ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যদিও এই অর্থের উৎস ও লেনদেনের বিষয়ে স্বাধীনভাবে কোনও নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। এছাড়াও, এই আন্দোলনের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও সিপিএমের একাংশের যোগ থাকার অভিযোগও তোলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিমান ঘোষ জানান, সংগঠনটির বিরুদ্ধে পাওয়া তথ্য ও প্রমাণ সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ে জানানো হবে। খুব শীঘ্রই সমস্ত নথি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলেও তিনি দাবি করেন। তবে সি জেপি সংগঠনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা, আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক যোগসূত্রের বিষয়ে এখনও যাচাই করা যায়নি। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বক্তব্যও জানা যায়নি।

বিজেপি নেতার নিখোঁজ ছেলের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় ১২ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর সাত সকালেই বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটি খামারবাড়িতে উদ্ধার হলো বিজেপির বুথ সভাপতির ছেলের রক্তাক্ত দেহ। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংঘল এলাকায়। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে বাড়ির একমাত্র ছেলেকে দুষ্কৃতীরা খুন করেছে বলে অভিযোগ করেছেন মৃতের পরিবার। পাশাপাশি গাজোল থানায় মৃত যুবকের বাবা তথা বাবুপুর অঞ্চল কমিটির বিজেপির বুথ সভাপতি মাঝি মুর্মু লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই খুনের ঘটনার খবর জানতে পেরে মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুণাল বারনাবাস গাজোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওই এলাকায় তদন্তে পৌঁছায়। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ রবিবার সন্ধ্যায় মোবাইলে ফোন আসার পরেই তাদের বাড়ির ছেলে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকেই আর যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। এরপরই এদিন সকালে প্রতিবেশীর এক খামারবাড়ি সামনেই কাদামাটি মাখা এবং রক্তাক্ত ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বিপ্লব মুর্মু (২২)। সে তাঁর বাবার সাথেই কৃষি কাজ করতো। রবিবার সন্ধ্যায় মোবাইলে ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বিপ্লব। এরপর রাতভর সে বাড়ি ফিরে আসে নি। বাড়ির লোকেরাও প্রথমে মোবাইলে যোগাযোগ করলেও গভীর রাতে আর যোগাযোগ করতে পারি নি বলেও পুলিশকে জানিয়েছে তাঁরা। এরপর এদিন সকালে বাড়ি থেকে মাত্র ঢিল ছোড়া দূরত্বে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির মুরগি, ছাগলের খামার ঘরেই বাইরে কাদামাখা রক্তাক্ত অবস্থায় দেহটি উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের বাবা মাঝি মুর্মুর অভিযোগ, ‘পুরনো রাজনৈতিক কোনও শত্রুতা আছে কিনা বলতে পারব না। তবে আমার ছেলেকে গত কয়েক মাস ধরে এলাকারই এক তরুণী মানসিকভাবে নির্যাতন করছিল। ওই তরুণীর পাল্লায় পড়ে আমার ছেলে সম্পূর্ণ বিগড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে বিয়ে করা নিয়ে অশান্তি শুরু করেছিল। এমনকি ছেলের ওই প্রেমিকা আমাদের কেউ ফোন করে আজেবাজে কথা বলতো। গত শনিবার তরুণীর সঙ্গে মোবাইলে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর রবিবার সন্ধ্যায় ছেলের মোবাইলে ফোন আসে। তখন সে বেরিয়ে যায়। রাতে বাড়ি ফেরার জন্য একবার কথা হলেও পরবর্তীতে মোবাইলের সুইচ অফ বলে। তারপরে এদিন সকালে ছেলের দেহ ওই খামারে পড়ে থাকতে দেখি। বিপ্লবের গলাতে ও শরীরের কয়েকটি জায়গায় আঘাতের চিহ্ন নজরে এসেছে।’ গাজোল ব্লকের বাবুপুর অঞ্চল কমিটির মণ্ডল সভাপতি অজয় বালা জানিয়েছেন, ‘ঘটনার পিছনে যে কারণই থাকুক না কেন, যারা অপরাধ ঘটিয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি আমরা জানিয়েছি।’ গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ত্রিকোণ প্রেমের কারণেই এই খুনের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, ‘মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই পরিষ্কার করে বলা যাবে।’

কুমারগঞ্জে ১০৬টি ক্লাবকে সরকারি অনুদানের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সামনেই আসছে শারদীয়া দুর্গোৎসব। উৎসবকে নির্বিঘ্নে ও আনন্দমুখর করে তুলতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সহায়তায় এক বিশেষ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হলো। সোমবার কুমারগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলাকার মোট ১০৬টি নিবন্ধিত দুর্গোৎসব কমিটির হাতে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। কুমারগঞ্জ থানা চত্বরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রশাসনিক কর্তারা। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট স্বরূপ চৌধুরী, কুমারগঞ্জ কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট শুভেন্দু সরকার, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজী অনুপমানন্দ মহারাজ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ ব্লকের বিডিও শুভঙ্কর সাহা, ডিএসপি (ডিআইবি) এবং কুমারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) আশিস কুন্ডু সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। সূত্রে জানা গেছে, গত বছর কুমারগঞ্জ ব্লকে মোট ৪৯টি দুর্গোৎসব কমিটি সরকারি অনুদান পেয়েছিল। তবে এ বছর সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে গঙ্গারামপুর কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট স্বরূপ চৌধুরী জানান, আবেদন জানানো সবকটি দুর্গাপূজা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রেখে প্রতিটি পুজো উদ্যোগকে এই সহায়তা প্রদানে ভূমিকা রাখার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও বর্তমান রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে পুজো মণ্ডপগুলিতে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে উৎসব উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি, দাহ্য পদার্থ বা বৈদ্যুতিক গোলযোগের মতো যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলায় কী করণীয়, সে বিষয়ে দমকল বাহিনী পক্ষ থেকে এক বিশেষ ডেমো বা মহড়া প্রদর্শন করা হয়। মণ্ডপের সুরক্ষা ও পথচারীদের সুবিধার প্রতি নজর রাখার বার্তা দেওয়া হয়। সরকারি সহায়তা পাওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পুজো উদ্যোক্তারাও।

ঝাড়গ্রামে লোধা অঞ্চলে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন লোধাপাড়ায় বস্ত্র বিতরণের ধুম পড়েছে। তাদের মধ্যে আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি পরিবারের উদ্যোগে নয়াগ্রাম ব্লকের ভালিয়াচাটি গ্রামের লোধা পাড়ায় একটি বিশেষ শিবির থেকে ৯০ জন লোধা সম্প্রদায়ের মানুষদের হাতে শাড়ি জামা-সহ পুজোর অন্যান্য নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সুবর্ণরৈখিক পরিবারের সদস্য বিশ্বজিৎ পাল জানান, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে পুজোর আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই পূজার সার্থকতা। পরিবারের উদ্যোক্তা দত্তের প্রেরনায় গরীব লোধা সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে পুজোর উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের নতুন পোশাক দেওয়ার এই উদ্যোগ। রীতা দত্ত বলেন, ‘গ্রামের লোধা শবর মানুষদের পাশে তিনি সব দিনই থাকবেন। লোধাদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ জোর দিতে প্রতি মাসে একবার করে লোধাদের গ্রামে আসবেন। যা কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলি প্রশাসনের নজরে আনবেন। বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি গ্রামের ৬০ জন ছাত্র ছাত্রীকে একটি করে খাতা, কলম, চকলেট এবং মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে সচেতন করে বিনামূল্যে স্যানিটারি নেপকিন বিতরণ করেন তিনি। সভা শেষে গ্রামের প্রায় ৩০০ মানুষকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়।’

উত্তরপাড়ায় দুর্গা পুজো কমিটিদের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার বিকেলে উত্তরপাড়ার গণভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শারদোৎসবকে সামনে রেখে উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকার নথিভুক্ত দুর্গা পুজো কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হলো সরকারি পুজো অনুদানের চেক। সেখান থেকেই স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের হাতে এই চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী, পুলিশের এসিপি ৩, উত্তরপাড়া থানার আইসি-সহ স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। অনুদান প্রদানের পাশাপাশি আসন্ন দুর্গাপুজো যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকে একাধিক নির্দেশিকা ও প্রশাসনিক বার্তা দেওয়া হয়।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়, উৎসবের দিনগুলিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মণ্ডপ চত্বর ও প্রধান রাস্তাগুলিতে পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি থাকবে। সরকারি অনুদানের পাশাপাশি প্রশাসনের এই সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন পেয়ে উত্তরপাড়ার পুজো উদ্যোক্তারা মণ্ডপ সজ্জা ও উৎসবের প্রস্তুতি আরও জোরকদমে শুরু করেছেন।

পানীয় জলের সংকট, বিদ্যুৎ ভোগান্তি! অন্ডালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দীর্ঘ দু'মাস ধরে এলাকায় মিলছে না পানীয় জল। তার উপর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন অন্ডালের খান্দরা নাগ কাজরা কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দারা। পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় চালুর দাবিতে সোমবার কোলিয়ারি চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার শতাধিক মহিলা ও পুরুষ। কোলিয়ারির ম্যানেজারকে ঘিরে ধরে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগ কাজরা কোলিয়ারি বর্তমানে বন্ধ থাকায় এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। যদিও জল সরবরাহ বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের অভাবে তাঁদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় দৈনন্দিন জীবনযাপনও ব্যাহত হচ্ছে। অবিলম্বে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা এবং স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মোটা টাকার লোভেই খুন ক্যাবচালকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাতে কাঁচা টাকা আসায় বসে মদের আসর। পরে গাড়িটিকে কোথাও পার্ক করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এক প্যাটার্ন, এক মোটিভ। ডানকুনি, এন্টালি দুই জায়গাতেই ক্যাব চালক খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বয়ানে উঠে এসেছে এমনই তথ্য। প্রথমে টার্গেট সেট করে নেওয়া হয়। ফাঁদে ফেলা হয় এক ক্যাব চালককে। সেই চালকের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় মোবাইল, টাকা-পয়সা এবং অন্য দামী জিনিস। পুরো অপারেশন হয় রাস্তার ধারে নির্জন জায়গায়। বাঁধা দিলে খুন করা হয় সেই চালককে। এর পরেই এক জায়গায় ফেলা হয় চালকের মৃতদেহ। গাড়িটিকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। গত ৭ অক্টোবর ডানকুনিতে হত্যা করা হয়েছিল ক্যাব চালক রামজি কইরিকে। এর আগে গত ৯ অক্টোবর কলকাতার এন্টালিতে একই কায়দায় ক্যাব চালক ভগবান প্রসাদকে হত্যা করা হয়েছিল। সেখানেও অ্যাপ ক্যাব চালকের কাছ থেকে সোনার আংটি, পার্স ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, তিন ঘটনায় অভিযুক্ত মহম্মদ মণিরুল গাজি, মহম্মদ আরিয়ান মোল্লা এবং শেখ সাহাদাত মধ্যমগ্রাম, নিমতা এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যেকেই নেশা করে। মূলত নেশার টাকা জোগাড় ও চটজলদি মোটা টাকা পাওয়ার লোভেই ক্যাব চালকদের টার্গেট করা শুরু বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি অপরাধ জগতে হাত পাকাতে শুরু করেছিল তারা। মধ্যমগ্রাম এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় কলকাতা, শিয়ালদহের অধিকাংশ রাস্তাই তাঁদের চেনা ছিল। এদের উদ্দেশ্যই ছিল ছিনতাই করা। কোথাও চালক বাধা দিলে খুন করে দিত অভিযুক্তরা। গত শুক্রবার এদের তিন জনকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়। আদালত তিন জনকেই পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশের হেফাজতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই তথ্য পেয়েছে পুলিশ। এদের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত কি না সে ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তবে কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় ক্যাব চালকদের এ ভাবে টার্গেট করে পর পর খুনের ঘটনাকে ‘স্পেশ্যাল কেস’ হিসেবে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্তদের পুরোনো অপরাধের ইতিহাস আছে কি না ঘেঁটে দেখা হচ্ছে।

দঃ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নতুন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্য জুড়ে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলিতে নতুন প্রধান নিয়োগের প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও এলো বড় বদল। রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা শাখা থেকে জারি করা সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) নতুন চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন দুর্গেশ চন্দ্র দেবনাথ। বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে এবং রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে এই নিয়োগ করা হয়েছে। দুর্গেশ বাবু বর্তমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সুজয় কৃষ্ণ মহন্তর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেবেন এবং যোগদানের দিন থেকেই এই নতুন পদে বহাল হবেন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোট ১১৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলেই আশা করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে মোট ১৯টি জেলা ও শিক্ষা অঞ্চলে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় নতুন চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে দুর্গেশ চন্দ্র দেবনাথ বলেন, ত;‘এটি অত্যন্ত বড় ও দায়িত্বপূর্ণ একটি পদ। যে আশা-ভরসা নিয়ে আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা যেন আমি সঠিকভাবে ও ভালোভাবে পালন করতে পারি। সমস্ত কাজকর্ম ভালোভাবে দেখে নিয়ে এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলি গুছিয়ে নিয়েই আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করব।’

ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা থানার পুজো কমিটিগুলির হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দিল পুলিশ প্রশাসন।

দুর্গাপুর-ফরিদপুরে ৪৯ পুজো কমিটিকে চেক বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে গতি আনতে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ৪৯টি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হল ২০২৬ সালের সরকারি অনুদানের চেক। সোমবার ফরিদপুর থানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের হাতে চেক তুলে দেন অন্ডালের এসিপি দীপ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর থানার ওসি হিমাদ্রি শেখর বর্মন-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে সাতটি নতুন সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি গড়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে মোট ৪৯টি পুজো কমিটিকে এক লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদানের চেক দেওয়া হয়েছে। সরকারি অনুদান হাতে পেয়ে পুজোর আয়োজন আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার আশায় বুক বাঁধছেন উদ্যোক্তারা।

কাঁকসায় বিজেপির ‘সেবা সংকল্প অভিযান’

আইসিডিএস কেন্দ্রে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার ও উপহার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ১৭ ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী দেশজুড়ে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার কাঁকসার পানাগড় গ্রামের বারুইপাড়া মেটেপাড়ার আইসিডিএস কেন্দ্রে বিশেষ উদ্যোগ নেয় বিজেপি। এদিন ওই কেন্দ্রের শিশুদের হাতে চকলেট ও উপহার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়। এদিন স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয় বাউড়ির নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বিজয় বাউড়ি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা রমন শর্মা,বিজেপি নেতা অভিজিৎ চন্দ্র, প্রশান্ত রায়-সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা। বিজেপি নেতা অভিজিৎ চন্দ্র বলেন, ‘দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে এক মাস ধরে নানান কল্যাণমূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার চায়, ছোট ছোট শিশুদের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র থেকেই শিশুরা যাতে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পায়।’ তিনি আরও জানান, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকার ছোট ছোট শিশু, গর্ভবতী এবং প্রসূতি মহিলাদের হাতে পুষ্টিকর ও প্রোটিনযুক্ত খাবার তুলে দেওয়া হয়। দলীয় নেতৃত্বের এই জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

মেজিয়ার পাল ও রায়বাড়ির দুর্গাপুজোয় আজও রয়েছে আবেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেবী পক্ষ পড়তেই জেলার শিল্প শহর মেতে উঠেছে দেবী দূর্গা পূজার প্রস্তুতিতে। মেজিয়ার এই পূজাগুলির মধ্যে রয়েছে পালবাড়ির শিকলে বাঁধা দুর্গা, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি জগদ্রামের ভুলুই গ্রামের অষ্টনায়িকা দুর্গা।

বাঁকুড়ার শিল্পশহর মেজিয়ার পাল বাড়িতে ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে নজির বিহীন নিয়মে। দেবীপ্রতিমাকে পূজা দিনগুলিতে শক্ত করে দেওয়ালের একটি আংটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। কথিত আছে কোনও এক সময়ে অষ্টমীর দিন পূজা চলাকালীন হঠাৎ দেবীমূর্তি কেঁপে উঠে। প্রতিমা কিছুটা হেলেও পড়ে ছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই পূজার দিনগুলিতে কাঠের পাটাতন সহ দেবী প্রতিমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা

হয়। সেই রীতি আজও মেনে চলা হচ্ছে। তবে শিকলটি কোনও ভাবেই যাতে প্রতিমার স্পর্শে না আসে সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়। এবিষয়ে পাল পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তারা পরম্পরাগত ভাবে শুনে আসছেন যে কোন একসময় অষ্টমীর দিন পূজা চলাকালীন মা হঠাৎই চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। কেঁপে উঠে মায়ের বেদিও। সেসময় পরিবারের লোকজন মিলে ধরে মাকে শান্ত করে ছিলেন। প্রায় ৩০০ বছরের সেই ঐতিহ্য, বিশ্বাস মেনেই পূজা হয়ে আসছে। পরিবার সূত্রে জানা যায় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হুগলি জেলার আদি সপ্তগ্রামের বাসিন্দা। বর্গি আক্রমণের সময় নিরাপত্তার কারণে তারা মেজিয়ায় চলে এসে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে মেজিয়ায় পাল পরিবারের পরিচিতি তৈরি হয়। পরিবারের সদস্যদের কথায়, একসময় এই পূজা ছিল জাঁকজমকে ভরা। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে ধুমধাম করে আয়োজন করা হত পূজা। সেসময় পূজার দিনগুলিতে বসত নহবত। আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং স্থানীয় মানুষজনের উপস্থিতিতে কয়েকদিন ধরে উৎসবের পরিবেশ থাকত পালবাড়িতে।

অন্যদিকে মেজিয়ার ভুলুই গ্রামের দেবী ‘অষ্টনায়িকা দূর্গা’, ‘জগদ্রামী দুর্গা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে জনপ্রিয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবি ও সাধক জগদ্রাম রায় যৌবনে গৃহত্যাগী হয়ে দামোদর নদীর তীরে ভুলুই গ্রামে দেবীর সাধনা ও সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়ে পড়েন। পুরুলিয়ার কাশীপুরের তৎকালিন রাজার সুনজরে পড়ে যান তিনি। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কাশীপুর রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় জগদ্রাম রায় মন্দির তৈরি করান। সেই মন্দিরে সাধনার জন্য তিনি নিজের কল্পনা অনুসারে দেবী মূর্তি তৈরি করান। দেবীর অষ্টশক্তির সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশেরও পূজা হয়। জগদ্রামই এই দুর্গার নাম দিয়েছিলেন ‘অষ্টনায়িকা দুর্গা’। তবে এই দুর্গা জগদ্রামী দুর্গা নামে অধিক জনপ্রিয়। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, পরবর্তিতে তার বড় ছেলে বামপ্রসাদ রায় তার সঙ্গে সাধনা ও সাহিত্য চর্চায় যুক্ত হন। সাধনার সুবিধার্থে বাবা জগদ্রামের অষ্টনায়িকা দুর্গার পাশে রামপ্রসাদও আর একটি অষ্ট নায়িকা বানান।বাবা ও ছেলে মিলে রচনা করেন একটি রামায়ন। তার রচিত রামায়নে আটটি কান্ড থাকায় সেসময় অনেকে সেটিকে ‘অদ্ভূত রামায়ন’ বলে বর্ননা করতেন। তবে সেই রামায়ন ‘জগদ্রামী রামায়ন’ নামেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেসময় জগদ্রাম ‘শ্রীদূর্গা পঞ্চরাত্রি’, ‘আত্মবোধ’ ইত্যাদি একের পর এক সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের সাধনার কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য ভক্ত তৈরি হয় তার।প্রাচীন রীতি মেনে ভুলুই গ্রামে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। এই অষ্টনায়িকা জগদ্রামী দুর্গাকে ঘিয়ে মানুষের আবেগে এতটুকুও ভাটা পড়ে নি।

‘সুপ্রিম কোর্টকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলবেন না’

বার্তা প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্ট রাজনীতির জায়গা নয়। বর্তমানে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে সেটার প্রভাবে শীর্ষ আদালতের কাজ যেন ব্যাহত না হয়। সোমবার এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। জানা গিয়েছে, গত ১০ অক্টোবর জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছিল সেখানে একাধিক আইনজীবী আটক হয়েছিলেন। সেই নিয়ে পিটিশন দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে। আবেদন শোনার সময়েই এই মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি।

আইনজীবীদের ধরপাকড় নিয়ে দায়ের হওয়া পিটিশন মঙ্গলবার শুনবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। তবে সোমবার এই ইস্যুতে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘কোর্টের কাজে কোনওরকম বাধা যেন না পড়ে। আইনজীবী, ক্লার্ক, আদালতের কর্মী, আবেদনকারী-তাঁদের চলাফেরায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে।’ একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি মনে করিয়ে দিয়েছেন, গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আদালতের কোনও আপত্তি নেই। তাঁর কথায়, ‘বার কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য প্রতিবাদে অংশ নিতে পারেন। তবে সেটা আদালত চত্বরে নয়। প্রতিবাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় যেতে হবে।’ প্রধান বিচারপতি আরও বলেছেন, ‘প্রতিবাদীদের কাছে আমার অনুরোধ, আদালতকে যেন রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা না হয়।’ উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানের ডাক দিয়েছিল ইন্ডি জোট। উদ্দেশ্য ছিল, ভোট চুরি, এসআইআর বন্ধ ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নিয়ে প্রধান বিচারপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়েছে রবিবার রাতেই। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে এভাবে সাক্ষাৎ করার কোনও এক্তিয়ার আদালতের নেই। আদালতের কাজ হল মূলত আবেদন শোনা এবং রায় প্রদান করা। সুপ্রিম কোর্টের দরজা সবার জন্য ২৪ ঘণ্টাই খোলা। আদালত প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মোদী সরকারে লুকিয়ে ২০০ চর! বিস্ফোরক দাবি রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: মোদী সরকারে লুকিয়ে রয়েছে রাহুল গান্ধির ২০০ চর! সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। জানালেন, কেন্দ্রের নানা ক্ষেত্রে কর্মরত অন্তত ২০০ জন আধিকারিক নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তাঁর সঙ্গে। সেখান থেকে সরকারের সব খবর পাচ্ছেন বলেই জানালেন রাহুল। তিনি আরও বলেন, পুলিশের অর্ধেকের মতে বর্তমানে বিরোধীরা যা করছে তা একেবারে সঠিক।

সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাহুল গান্ধি সুর চড়ান ভোট চুরি, জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার মতো একাধিক ইস্যুতে। সেই নিয়ে কথা বলতে গিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘মোদীজি আপনি শুনলে চমকে যাবেন। আমি বলছি, আপনার সরকারের অন্তত ২০০জন আধিকারিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ইডি, সিবিআই, বিদেশ মন্ত্রক-সমস্ত জায়গা থেকেই আমরা খবর পাচ্ছি। আপনার যা খুশি করুন, কিন্তু সত্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে।’

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইন্ডি জোট, ককরোচ জনতা পার্টি সকলেই পথে নেমেছে, বিক্ষোভ কর্মসূচি করছে। অভিযোগ, সেই কর্মসূচিতে ব্যাপক দমনপীড়ন চালাচ্ছে পুলিশ। এমনকি রাহুল নিজেও পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন। কিন্তু সোমবারের সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেন, ‘পুলিশকর্মীদের ৫০ শতাংশই আমাদের জানিয়েছেন যে আমরা যা করছি একেবারে ঠিক করছি। সেটাই চালিয়ে যাওয়া উচিত। আসলে পুলিশ, আইটিবিপি,

সিআরপিএফ এবং দেশের মানুষ সকলেই একদিকে রয়েছেন। উলটোদিকে ভোটচুরি এবং দেশ হাইজ্যাকের কারিগররা আছে।’

অস্থির বিশ্বে আর্থিক স্থিতিশীলতায় জোর দিয়ে অর্থনীতিতে নোবেল পাচ্ছেন দুই অর্থনীতিবিদ

অসলো, ১২ অক্টোবর: ২০২৬ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ রবার্ট ই হল ও মাইকেল উডফোর্ড। তাঁরা যথাক্রমে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একাধিক যুদ্ধের জেরে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি যখন টালামাটাল অবস্থায়, সেই সময় নিজেদের গবেষণায় গোষ্ঠীগত অর্থনীতির স্থিতিশীলতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন তাঁরা। তাতেই এল অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বোচ্চ স্বীকৃতি।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ‘সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলকরণই ক্ষুদ্র অর্থনীতির ভিত্তি’; এই বিষয়টিই রবার্ট ই হল ও মাইকেল উডফোর্ডের গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল। অর্থনীতিতে পুরস্কার প্রদানকারী কমিটির প্রধান জন হাসলার জানিয়েছেন, ‘পুরস্কার বিজয়ীদের কাজ আমাদেরকে এমন একটি স্থিতিশীল তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সরকার ব্যাঙ্ক ও সরকারগুলি বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করে থাকে।’ হাসলার আরও জানিয়েছেন, ‘এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা অর্থনীতির (সাম্প্রতিক) বিভিন্ন ধাক্কা; যেমন জ্বালানি সংকট কিংবা পরিবারগুলির ভোগ্যব্যয়ের আকস্মিক পরিবর্তন মোকাবিলা করতে পারবে।’

শত্রুর ডুবোজাহাজকে নির্ভুল নিশানা করবে আইএনএস মঙ্গরোল

কোচি, ১২ অক্টোবর: অগভীর জলে চলাচলে সক্ষম ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী তৃতীয় জলযান পেল ভারতীয় নৌসেনা। কেরলমের ‘কোচি শিপইয়ার্ড লিমিটেড’-এর তৈরি আইএনএস মঙ্গরোল আনুষ্ঠানিক ভাবে শামিল হল বাহিনীতে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, একই সঙ্গে চিন এবং পাকিস্তানের হামলা মোকাবিলার লক্ষ্যে ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতীয় নৌসেনার হাতে যাতে ২০০টিরও বেশি যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিন (ডুবোজাহাজ) থাকে, সে বিষয়ে সক্রিয়তা শুরু হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাডার নজরদারি প্রতিরোধী ‘স্টেলথ টেকনোলজি’-যুক্ত ফ্রিগেট ও ডেস্ট্রয়ার, কর্ভেট গোত্রের রণতরী, ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী জলযান, ‘মাইন কাউন্টার মেজার ভেসেল’-এর মতো ছোট জলযান এবং ডুবোজাহাজ নির্মাণের উপর। সেই পরিকল্পনারই অন্যতম অঙ্গ হল অগভীর জলে চলাচলে সক্ষম ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী জলযান নির্মাণ।

সামরিক পরিভাষায় এমন জলযানের নাম ‘অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটার ক্রাফট’। সাধারণত বড় ফ্রিগেট বা যুদ্ধজাহাজগুলি উপকূলের কাছাকাছি অগভীর জলে সহজে চলাচল করতে পারে না। এই জলযানগুলির ড্রাফট (জলে ডুবে থাকা অংশ) মাত্র ২.৭ মিটার হওয়ায় এগুলি সমুদ্রের উপকূলবর্তী ও অগভীর এলাকায় অত্যন্ত দ্রুত ও নিখুঁত ভাবে অপারেশন চালাতে সক্ষম। সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের বিমান এবং হেলিকপ্টারের উপরেও হামলা চালাতেও সক্ষম এই শ্রেণির জলযান। মঙ্গরোলের অস্ত্র এবং নজরদারি সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ‘অভয়’ হাল-মাউন্টেড সোনার, লাইটওয়েট টর্পেডো, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি-সাবমেরিন রকেট লঞ্চার এবং মারিচ অ্যাডভান্সড টর্পেডো ডিকয় সিস্টেম।

বর্তমানে ভারতীয় নৌসেনায় প্রায় ১৪০টি জলযান রয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিন। যার ১১টি বেশ পুরনো। এ ছাড়া রয়েছে, দু’টি এসএসবিএন (পরমাণু শক্তিচালিত এবং পরমাণু অস্ত্রবাহী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত) ডুবোজাহাজ। রয়েছে দু’টি বিমানবাহী রণতরীও। এ ছাড়া, ভারতীয় নৌসেনায় ২৫০টিরও বেশি বিমান এবং হেলিকপ্টারও রয়েছে। আগামী এক দশকে জল ও আকাশযান প্রায় ৬০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ময়দান

বাংলার মাটিতে ফের আন্তর্জাতিক ফুটবল মহারণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর পর পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। অক্টোবরের শুরুতেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের প্রীতি ম্যাচের পর এবার বিশ্ব ক্লাব ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল এফসি বার্সেলোনা লেজেন্ডস ও রিয়াল মাদ্রিদ লেজেন্ডস-এর প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। সম্ভাব্য সময় আগামী ২৫ নভেম্বর, স্থান বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

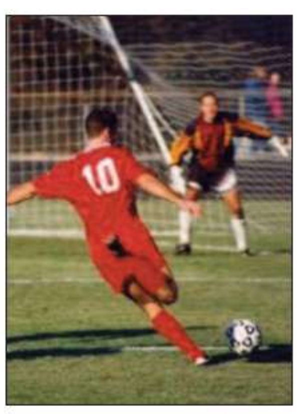

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাজ্যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে পর্যটন, বিনিয়োগ এবং অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করাই সরকারের লক্ষ্য। তাঁর দাবি, সম্প্রতি ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচ সফলভাবে আয়োজনের পর এবার আরও বড় আন্তর্জাতিক ফুটবল ইভেন্ট আয়োজনের পথে এগোচ্ছে রাজ্য।

শুধু ফুটবল নয়, আগামী কয়েক মাসে একাধিক বড় কর্মসূচিরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৮ ও ৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন, ১৬ থেকে ২৪ জানুয়ারি ব্রিগেডে এক হাজার কুণ্ডীয় যজ্ঞ, ২৯ জানুয়ারি ১০ লক্ষ গীতা পাঠ, ২৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি ওয়ার্ল্ড এনার্জি উইক এবং ১৬ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ে রাজ্য পুলিশের উদ্যোগে ‘মেলোডি উৎসব’।

রাজ্য সরকারের আশা, এই ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক ও বৃহৎ আয়োজন পশ্চিমবঙ্গকে দেশ-বিদেশের পর্যটক ও বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ভোটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিতর্কে কানাডার মেয়র পদপ্রার্থী

টরেন্টো, ১২ অক্টোবর: নির্বাচনী প্রচারে কে কত চমক দিতে পারেন, সেদিকে নজর থাকে ভোটারদের। প্রার্থীর প্রচার নজরকাড়া হলে তাঁকে ভোট দেওয়া নিয়ে অন্তত ভাবনাচিন্তা করেন মানুষ। তাই চমকপ্রদ প্রচার হিসেবে বলিউডি গানকে হাতিয়ার করেছিলেন কানাডার এক মেয়র পদপ্রার্থী। ভারতীয় বংশোদ্ভুত দীপিকা ডামেরলা মিসিসাগার মেয়র পদের জন্য লড়ছেন। ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে তিনি বলিউডের বিখ্যাত গান ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। কারও কারও তা ভালো লাগলেও বিস্তর হাসাহাসি করেছেন অনেকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math
Notice for E-Tender with Ref. No.
Publishing Date: 13-10-2026
Procurement of Journals Including Free Online Access
(Ref.: RKMSM/e-Tender/142/55/26-27)
For more details visit :
https://www.rkmsm.org/e-tender

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

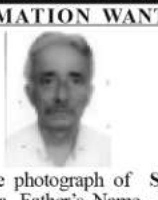

This is the photograph of **Shibu Mukherjee**, Father's Name - **Lt. Pranab Mukherjee**, of Permanent Address 219/25, Shaid Anandapally, Katagunj, Bedi Bhawan, PS - Kalyani, Nadia, 741250, Present Address RA - 388, Nabapally, Salt Lake, PS - Bidhannagar South, Kolkata- 700106, Who has been missing since 24.06.2026, at about 03.30 P.M., Residence Under Bidhannagar South PS, Description of this Missing person is: **Age** - 55 Years, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Complexion** - Sallow, **Wearing** - T-shirt and formal pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1579(3)/2026

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited by the Administrator, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for following works under Garulia Municipality.
NIeT No.: (2ndCall) WBMAD/ULB/GM/NIT-3/26-27
Dated: 12-10-2026
Name of The Work: Restoration of 11(Eleven) Nos. of Concrete Roads. Start date of Bid Submission (Online): **13-10-2026 at 06:30 PM.** Bid Submission End Date (Online): **20-10-2026 at 06:30 PM.** Details information will be available in **http://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- **Administrator**
Garulia Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং e-Tender/2026/38. ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ারিং), দক্ষিণ পূর্ব রেল, খড়গপুর-721301 নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট কাজের পাশে উল্লিখিত তারিখে **15:00 ঘণ্টার আগে** জমা দেওয়ার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারগুলি **15:30 ঘণ্টায় খোলা হবে। ক্র নং 1. টেন্ডার নং E-KGP-East-63-2026, কাজের বিবরণ:** হাওড়া-খড়গপুর ও সাঁতরাগাছি-আমতা সেকশন: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব/কেজিপি-র আওতায় দিব্যাঙ্গজনদের সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ভিত্তিতে পূরণ করা। (দ্বিতীয় আহ্বান)। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 29388540.05; **বায়নার রাশি (₹):** 587800.00; **ক্র নং 2. টেন্ডার নং E-KGP-South-36-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/দক্ষিণ/কেজিপি-র অধীনে TSR(P), CTR(S), TRP(P), TBR ও TFR-এর কাজ সম্পাদন এবং TWSET ও ফ্লড জয়েন্টের নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 103903453.35; **বায়নার রাশি (₹):** 2078100.00; **ক্র নং 3. টেন্ডার নং E-KGP-South-40-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/দক্ষিণ/কেজিপি-র আওতাধীন স্টেশন ইয়ার্ডে ডুয়াল ডিটেকশনের জন্য বিদ্যমান MSDAC-এর সমান্তরালে DC ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 31023534.84; **বায়নার রাশি (₹):** 620500.00; **ক্র নং 4. টেন্ডার নং E-KGP-South-42-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বিএলএস/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 9793438.52; **বায়নার রাশি (₹):** 195900.00; **ক্র নং 5. টেন্ডার নং E-KGP-South-43-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/দক্ষিণ/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 9815419.08; **বায়নার রাশি (₹):** 196300.00; **ক্র নং 6. টেন্ডার নং E-KGP-WEST-44-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পশ্চিম/কেজিপি-র আওতায় সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/রেলপথ/এমওয়াইডি, সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/রেলপথ/ কেএএফ এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/রেলপথ/কেজিপি-র সেকশনগুলিতে 01.10.2026 থেকে 30.9.2028 পর্যন্ত 2 বছরের জন্য রেলপথ (জোনাল)/ট্র্যাকের বিভিন্ন কাজ। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 83672804.46; **বায়নার রাশি (₹):** 1673500.00; **ক্র নং 7. টেন্ডার নং E-KGP-WEST-45-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/জেজিএম-এর আওতায় সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/রেলপথ/জেজিএম, সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/রেলপথ/ জিআইআই এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/রেলপথ/জিইউডি-র সেকশনগুলিতে 01.10.2026 থেকে 30.9.2028 পর্যন্ত 2 বছরের জন্য রেলপথ (জোনাল)/ট্র্যাকের বিভিন্ন কাজ। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 46805672.72; **বায়নার রাশি (₹):** 936100.00; **ক্র নং 8. টেন্ডার নং E-KGP-WEST-42-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পশ্চিম/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 12425820.64; **বায়নার রাশি (₹):** 248500.00; **ক্র নং 9. টেন্ডার নং E-KGP-WEST-43-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/জেজিএম-এর আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 10133555.72; **বায়নার রাশি (₹):** 202700.00; **ক্র নং 10. টেন্ডার নং E-KGP-HQ-52-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/তমলুকের আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 9709983.72; **বায়নার রাশি (₹):** 194200.00; **ক্র নং 11. টেন্ডার নং E-KGP-HQ-53-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/দক্ষিণ/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 7651144.00; **বায়নার রাশি (₹):** 153000.00; **ক্র নং 12. টেন্ডার নং E-KGP-HQ-54-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/দক্ষিণ-পশ্চিম/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 7460858.08; **বায়নার রাশি (₹):** 149200.00; **ক্র নং 13. টেন্ডার নং E-KGP-HQ-55-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/উত্তর-পূর্ব/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 5396240.44; **বায়নার রাশি (₹):** 107900.00; **ক্র নং 14. টেন্ডার নং E-KGP-HQ-56-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/উত্তর-পশ্চিম/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 5364472.84; **বায়নার রাশি (₹):** 107300.00; **ক্র নং 15. টেন্ডার নং E-KGP-HQ-57-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/পশ্চিম/কেজিপি-র আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 5332705.24; **বায়নার রাশি (₹):** 106700.00; **ক্র নং 16. টেন্ডার নং E-KGP-East-65-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পাঁশকুড়ার আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 8799037.30; **বায়নার রাশি (₹):** 176000.00; **ক্র নং 17. টেন্ডার নং E-KGP-East-66-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সাঁতরাগাছির আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 9926468.50; **বায়নার রাশি (₹):** 198500.00; **ক্র নং 18. টেন্ডার নং E-KGP-East-67-2026, কাজের বিবরণ:** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/শালিমারের আওতায় 2 বছরের জন্য বিভিন্ন ছোটখাটো সিভিল মেরামতির কাজ এবং কোয়ার্টার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 8469060.62; **বায়নার রাশি (₹):** 169400.00; **ক্র নং 19. টেন্ডার নং E-KGP-East-61-2026, কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব/কেজিপি-র আওতায় হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে রেলপথের কাজ সম্পাদন - 1) TTR(CS+ CMSC) 63 সেট; 2) TRR(P) - 23.764 Tkm; 3) স্যান্ড হাম্প ও ডেড এন্ডের উন্নয়ন। (দ্বিতীয় আহ্বান)। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 46096776.57; **বায়নার রাশি (₹):** 921900.00; **ক্র নং 20. টেন্ডার নং E-KGP-East-62-2026, কাজের বিবরণ:** আমতা - সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব/কেজিপি-র আওতায় আমতা স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ার সঙ্গে 1 ও 2 নং প্ল্যাটফর্মের সংযোগকারী র‍্যাম্পসহ 6.00 প্রস্থের নতুন ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য (₹):** 26527436.89; **বায়নার রাশি (₹):** 530600.00; **টেন্ডারের নথির মূল্য (₹):** ক্র নং 1 থেকে 20-এর জন্য 0.00, **টেন্ডার খোলার তারিখ:** 29.10.2026 (ক্র নং 1-এর জন্য), 03.11.2026 (ক্র নং 2 থেকে 18-এর জন্য), 05.11.2026 (ক্র নং 19 ও 20-এর জন্য); **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** 06 মাস (ক্র নং 1-এর জন্য), 12 মাস (ক্র নং 2, 3, 19, 20-এর জন্য), 24 মাস (ক্র নং 4 থেকে 18-এর জন্য)। **ক্র নং 1**-এর জন্য **টেন্ডার জমা দেওয়া শুরু হবে 15/10/2026** তারিখে এবং জমা দেওয়া যাবে **29/10/2026** তারিখে **15:00 ঘণ্টা পর্যন্ত। ক্র নং 2 থেকে 18**-এর জন্য **টেন্ডার জমা দেওয়া শুরু হবে 20/10/2026** তারিখে এবং জমা দেওয়া যাবে **03/11/2026** তারিখে **15:00 ঘণ্টা পর্যন্ত। ক্র নং 19 থেকে 20**-এর জন্য **টেন্ডার জমা দেওয়া শুরু হবে 22/10/2026** তারিখে এবং জমা দেওয়া যাবে **05/11/2026** তারিখে **15:00 ঘণ্টা পর্যন্ত।** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির পূর্ণাঙ্গ তথ্য/বিবরণ/বিনির্দেশের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে তাঁদের টেন্ডার জমা দিতে পারবেন। এই কাজগুলির জন্য কাগজে জমা দেওয়া টেন্ডার কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না। **বি.দ্র.:** সব টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতারা নিয়মিত **"www.ireps.gov.in"** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।
(PR-890)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 20.08.2026, Lying at KM post no. 2/44 near AC/2 signal post UP & DN HBC Line Bamangachi, Description of this Dead body is: **Age**- 40 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Fair, **Height**-5 Feet 1 Inch (Approx), **Build**-Medium, **Hair**-Black, **Wearing**-One black T-Shirt and printed full pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D 1580(3)/2026

NOTICE
E.E Berhampore Division –I, PWD invites Short Notice Inviting Bid No – 08 of 2026-27 for the work of-
1. Urgent temporary infrastructural & logistics arrangement in connection with the visit of the Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Berhampore in the District of Murshidabad on 15/10/2026.
2. Emergent civil works in connection with the visit of the Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Berhampore in the District of Murshidabad on 15/10/2026.
3. Preparation of helipad at Berhampore stadium, preparation of approach road from helipad to Chitta Ranjan Das Road, erection of barricade surrounding to the helipad and approach road, making seating arrangement for police personnel at helipad and other ancillary works in connection with the visit of Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Berhampore in the District of Murshidabad on 15/10/2026.
Off-Line Short Notice Short Notice Inviting Bid No–08 of 2026-27.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Bid documents on **13/10/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Bid documents on **13/10/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Bid in sealed envelope on **13/10/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **13/10//2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং: ২৫২_২০২৬-২৭; তারিখ: ০৯.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ে নিবন্ধিত ব্যক্তিরা সহ একই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারটি অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে, :- **সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া:- ই-টেন্ডার নং: ২৫২_২০২৬-২৭ তারিখ ০৩.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ: হাওড়া ডিভিশন -নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে হাওড়া** ডিভিশনে এইচ-বিম স্লিপার দ্বারা চ্যানেল স্লিপারের পুনর্নবীকরণ মোট -৩৬৪৫ টি:- এনএইচ-বিডিসি: ডাউন ৪.৮০৮-৪.৮২৭ = ৩২ টি, ৪.৮২৭-৪.৮৪২ = ২৮ টি, ৬.১৬ - ৬.১৮ = ২৫ টি; আপ ৪.৮০৮ - ৪.৮২৭ = ৩২ টি, ৪.৮২৭ - ৪.৮৪২ = ২৮ টি, ৬.১৬ - ৬.১৮ = ২৫ টি; এসএইই - জিওজিটি: আপ ৩২.৩২২ - ৩২.৩৫৬ = ৬২ টি; এসএল ৬৬.০৪৪ - ৬৬.০৭৬ = ৫৮ টি, ৬৭.৯৫১ - ৬৭.৯৮৪ = ৬০ টি, ৬২.০৩১-৬২.৪৯৪=৮৪২টি; আপ ০.৯৩১-০.৯৫৩ = ৩৮ টি; ডাউন ০.৯৩১ - ০.৯৫৩ = ৩৮ টি; বিডিসি - এসকেজি: ডাউন ৭৯.২৩-৭৯.২৫২ = ৪০ টি; আরইভি ৭৯.২৩ - ৭৯.২৫২ = ৪০ টি; ডাউন ৪৪.৬৫৮ - ৪৪.৭৩৩ = ১৩৮ টি, ৪৬.৭১৯ - ৪৬.৭৯৪ = ১৩৮ টি; আরইভি ৪৪.৬৫৮ - ৪৪.৭৩৩ = ১৩৮ টি, ৪৬.৭১৯ - ৪৬.৭৯৪ = ১৩৮ টি; বিএলএমএস - এসকেজি : ডাউন ফ্লাই ওভার লাইন ০.৬৮৭ - ০.৭৩৭ = ৯১ টি, ডাউন ফ্লাই ওভার লাইন ৩.২৫৬ - ৩.২৭২ = ৪০ টি; এডিএল - ডিকেএই : আপ ৮.৭২৭ - ৮.৭৭১ ৮০ টি; ডাউন ৮.৭২৭ - ৮.৭৭১ = ৮০ টি; এসকেজি - বিডব্লিউএন: আপ ১০৪.৪ - ১০৪.৫ = ২০৬ টি; ডাউন কর্ড ১০৪.৪ - ১০৪.৫ = ২০৮ টি; ডাউন ১০৪.৪ - ১০৪.৫ = ২০৮ টি; কেএএন - এসএনটি: আপ ২.৪০৮ - ২.৪৫৮ = ৭৭ টি, এসএনটি - এনএইচটি: আরইভি ৮৮.৫৬৩ - ৮৮.৬২৪ = ১১১ টি; আরইভি ৮৯.৮৫৩-৮৯.৯১ = ১০৪ টি; ডাউন ৮৮.৫৬৩ - ৮৮.৬২৪ = ১১১ টি, ৮৯.৮৫৩ - ৮৯.৯১ = ১০৪ টি, ১১০.৬০৮ - ১১০.৭৯১ = ৩৩৩ টি; **আনুমানিক খরচ (টাকা):** ₹ ১০৯০৬২৮১১.০৪; **বায়না মূল্য:** ₹ ২১৮১৩০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের খরচ (টাকা):** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বানের নোটিশে উল্লেখিত বন্ধের তারিখটি যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হয়, তবে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটে আবেদন প্রক্রিয়া টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে: **www.ireps.gov.in**। টেন্ডারদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। **HWH-388/2026-27**
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: “Electrical Installation Work for the office Accomodation of the Dte. of Anti-Corruption Branch for Enhanced effectiveness at 5th Floor Benfish Tower and 6th floor of Benfish Bhawan---SITC of Glow Sign board”. Tender No: **WBPWD/EE/BED/e-NIQ-130/2026-27** & e-Tender ID No. **2026_WBPWD_5078891_1**

Bid submission Closing Date (Online)	12.10.2026 up to 16.55 PM.	13.10.2026 up to 16.55 PM.
Technical Bid Opening Date	14.10.2026 after 17.00 PM.	15.10.2026 after 17.00 PM.

Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in.**
SD/- Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

JETIA GRAM PANCHAYAT
Zilla Parishad, Noth 24 Parganas, Barrackpore-1
TENDER NOTICE
Tender Id: 2026_ZPHD_5078726_1 & 2026_ZPHD_5078726_2, Dated: 09.10.2026
Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of Aαp No 64 25 26 Cons of CC Road from Asit Malik house to Hari Malik house at Malancha SN X Fy 2026-2027 15th FC Untied 25 26 Activity Id 109743602. **AND** Aap No 129 25 25 Construction of CC Road From Subhas Roy house to Pradip Maity house at Jetia SN XIX Activity Code 115990162 Nfy 2026-2027 Published date: **09.10.2026 at 06:30 PM.** Bid opening date: **29.10.2026 at 12:00 PM.** Document download/Sale end date: **27.10.2026 at 12:00 PM.**
Sd/- **Prodhan,**
Jetia Gram Panchayat

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
বেসরকারি হাসপাতাল সমূহ মনোযোগ দিন!
ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া, পিন - ৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ-তে নিম্নলিখিত অনুসন্ধান পদ্ধতিটি আউটসোর্সিং করার জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **অনুসন্ধানের পদ্ধতি :** ডায়ালিসিস, **২ বছরের** জন্য ক্যাশলেস টাই-আপ। নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুসন্ধান অর্থাৎ ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়াতে নিবন্ধীকৃত এবং কাঁচরাপাড়া অধিক্ষেত্রের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের যখন যেমন প্রয়োজন হবে তখন ডায়ালিসিস, যেটি ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল কাঁচরাপাড়াতে হয় না, সেটি সিজিএইচএস দরে করার জন্য মউ -এর মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার (ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া ও কল্যাণী সহ) বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে **০২ (দুই) বছরের** টাই-আপ করতে আগ্রহের প্রকাশ।
টাই-আপ করার জন্য আগ্রহী সংস্থাগুলিকে ২৩.১০.২০২৬ তারিখের মধ্যে **চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট/পূর্ব রেলওয়ে/কাঁচরাপাড়ার কার্যালয়ে** অফিসিয়াল ই-মেল **cmskpaer@gmail.com** এর মাধ্যমে আগ্রহের প্রকাশ ব্যক্ত করতে হবে যাতে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসারের দল তাঁদের হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
অ্যাডিশনাল চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট (অ্যাডমিন)/কাঁচরাপাড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for Procurement of Ultrasonic Osteo Surgery System for the Department of Orthopaedics, NRS MCH, Kolkata as per details indicated:Item (Qty) Ultrasonic Osteo Surgery System (01). Bid Ref. No. WBMSCL/NIT-818/2026, Dated- 09.10.2026. Remarks 3rd call of Bid Ref. No.: WBMSCL/NIT-976/2025, Dated- 27.11.2025. Interested Bidders may see the last date of submission of bid and download the tender document and submit their bids online at the website www.tenders.wb.gov.in. The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in and www.wbmsc.gov.in. Sd/-Managing Director, WBMSCL, & Special Secretary, Department of Health & Family Welfare.
ICA- T18927(3)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1 **Annual Preventive & Breakdown Maintenance of entire Electrical Installations for the Hospital Campus, College Campus & Different Hostel Buildings under the Jurisdiction of Calcutta National Medical College & Hospital for one year.** vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-37/26-27(2nd call). Tender ID : 2026_WBPWD_5019660_2. Bid submission end date (online) for the job is 28/10/2026 upto 14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in/& http://pwdwb.in** Sd/- (BIKASH DUTTA), Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division P.W. Dte.
ICA- T18937(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Bidhannagar East Division, PWDte., invites online tender bearing NIeQ No. WBPWD/EE/BNED/NIeQ-32 of 2026-27 for item rate basis for the work of **(i)** Round the clock attendance service for fire protection system and periodical intensive checking of entire fire fighting system at Academic Building (G+11 Storied), Hostel Building (G+3 Storied), Gr. C & Gr. D Building (G+3 Storied) within the premises of West Bengal Judicial Academy at Rajarhat New Town, during the year 2026-2027 [For one year period] - 2nd Call, 2026_WBPWD_5078962_1. (a) Tender documents download start date (online): 10/10/2026 at 11.00 A.M. (b) Bid proposal submission start date (online): 10/10/2026 at 11:00 A.M. (c) Technical & Financial Bid proposal Submission end date (online): 20/10/2026 at 01:00 P.M. (d) All documents can be seen / obtained from the wbtenders.gov.in Sd/- EE/BNED/PWDte., Govt. of West Bengal
ICA- T18941(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROVIDING PRIMARY **MPLS CONNECTIVITY SERVICES** FOR CORPORATE OFFICE, GENERATING STATIONS, TOWNSHIPS & MINES OF WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-6232, Dtd: 12/10/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2313/26-27/E1499317/S-1274(ITC)
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **“PROVIDING PRIMARY MPLS CONNECTIVITY SERVICES FOR CORPORATE OFFICE, GENERATING STATIONS, TOWNSHIPS & MINES OF WBPDCL”. Tender Document Download Start Date:** 10-OCTOBER-2026, 02:00 PM, **Bid Submission End Date:** 04-NOVEMBER-2026, 11:00 AM. **Contact Person:** Smt. A. Sil, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9474973379. **E-mail:** asil@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T18934(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি
১৪ পল্লি উদয়ন সংঘ, এন্টালি

ছবি: অদিতি সাহা

বাংলার এক প্রাচীন দুর্গোৎসবের স্মৃতি

সুদর্শন নন্দী

দুর্গাপূজার কথা উঠলেই প্রাক প্রবীণ থেকে প্রবীণোত্তর সব বয়সের মানুষজনই নষ্টালজিয়ায় ভোগেন। কারণ বাঙালির রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয় দুর্গাপূজার স্মৃতিগ্লোবিন । পুজো আসছে মন কেমনের ঢাকে কাঠি পড়ে শরতের আকাশের নীচে কাশের উৎসব-নৃত্যে। শিউলির পাগল করা গন্ধ থেকে শিশিরের স্নিগ্ধ স্ফটিক বিন্দুর স্পর্শে। আর যারা আমরা গ্রাম বাংলার গেঁয়ো মানুষ তারা প্রকৃতি থেকে পুজো উপভোগ করেছি আঠারো আনা। আমার পুজোর স্মৃতি মানে বিষ্ণুপুরের পুজো। শৌর্য বীর্য মল্লভূম রাজ্যের মল্ল রাজাদের দুর্গোৎসব যা একহাজার বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত ।

এই পুজো নিয়ে একটু বলে নিই। ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্ল বংশের ১৯তম রাজা জগৎ মল্ল মল্লভূমের রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করেন আর ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বা ৪০৪ বঙ্গাব্দে, ৩০৩ মল্লাব্দে রাজা জগত্ মল্ল মা মৃণ্ময়ীর মূর্তি স্থাপন করেন মন্দির নির্মাণ করে। মা মৃণ্ময়ী হলেন মল্ল রাজপরিবারের কুলদেবী। এখানকার

দুর্গাপুজা বলতে এই মৃন্ময়ীদেবীকে নিয়েই দুর্গোৎসব। মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপুজো হয় আঠারো-উনিশ দিন ধরে জিতাষ্টমীর দিনে জীমূতবাহন পুজোর পবিত্রলগ্ন থেকে সূচনা হয় রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা তিন ঠাকরণ অর্থ্যাৎ বড় মেজ ও ছোট ঠাকরণের পট নিয়ে চলে পুজো। অনুষ্ঠান চলে বিজয়া দশমী পেরিয়ে দ্বাদশী পর্যন্ত । শেষ হয় রাবণ বধ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে। দশমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত তিনদিন ধরে চলে রাবণ কাটা উৎসব হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান আর বিভীষণের মুখোশ ও লোমের পোশাক পরে চারজন মানুষ সারাদিন ধরে নেচে নেচে ঘোরেন সারা বিষ্ণুপুর শহর সঙ্গে থাকেন বাজনদার দশমীতে কুম্ভকর্ণ বধ উৎসব, একাদশীতে ইন্দ্রজিৎ বধ উৎসব এবং সবশেষে দ্বাদশীর রাতে হয় রাবণ বধ উৎসব বিভিন্ন ক্ষণ ও অষ্টমীতে মূর্চা পাহাড়ে কামানও দাগা হয় এই দুর্গোৎসবে। ছেলেবেলায় সেই মৃন্ময়ী প্রাঙ্গণ থেকে মূর্চা পাহাড় থেকে রাবণ বধের অনুষ্ঠান যেন মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা। অথচ তা প্রায় ষাট বছর পেরিয়ে গেল ফেলে আসা দুর্গোৎসবের স্মৃতি। ছটি দশক কম কথা নয়। এই সঙ্গে আরেকটি কথা না বললেই নয় তা হল বীরেন্দ্র কৃষ্ণের অমর কন্ঠে মহালয়ায় চন্ডীপাঠ। তা প্রতিবছর লোকের জানলা থেকে কান পেতে শুনতে হত বলে বাবা বাড়িতে ১৯৭১ সালে নিয়ে এলেন রেডিও। ১২০ টাকা দাম। কুড়ি টাকা ডাউন পেমেন্ট আর দশ টাকা মাসিক কিস্তি। প্রতি বছর পুজোয় সেসব কথা মনে পড়ে আর সেসব কথা ভাবলে আজ রোমাঞ্চ লাগে বৈকি। সন্ধে বেলায় তিনদিন মুড়ি ফটকা, চ্যাপ্টা ক্যাপ, সাপ, ফুলঝুরি কিনে আনতাম। আর্থিক দম কম থাকায় বাজি ফটকার দম খুব জোরের ছিল না। আর্থিক দম না থাক আনন্দের দমে ছিল না কোন ঘাটতি। সেই আনন্দ স্মৃতির জাবর কেটেই এখ নো ফিরে যাই ছেলেবেলার সেই প্রাচীন দুর্গাপুজোয়।

আমতা চন্দ্রবাড়ির ৪ মহিলা শিল্পীর বেঁচে থাকার লড়াই

দীপংকর মান্না

মহালয়া হয়ে গেলেই আল্পনাদের মুখ থেকে কমে যায় হাসি ।একে একে বাড়ি থেকে চলে যায় সরস্বতী, লক্ষী, গনেশ , কার্তিক, দুর্গা।বাড়ি হয়ে যায় ফাঁকা। আবার এক বছরের অপেক্ষা।

থলিয়া বাকসি শর্টকাট চ্যানেলের দুপাশে এখন কাশ ফুলের শোভা। আমতার সেহাগড়ি সেতু থেকে চ্যানেলের পাড়ে চোখ রাখলে চোখ টেনে রাখে কিছুক্ষন।

আমতার থলিয়া। চলিত কথায় থলে। এই থলিয়া হাওড়ার 'কুমোরটুলি' নামে খ্যাত। কলকাতা 'কুমোরটুলি'র যেমন ঘর ঘর মৃৎ শিল্পী , ঠিক তেমনই থলিয়াতে ঘর ঘর মৃৎ শিল্পীর বাস। এই 'কুমোরটুলি' র চন্দ্রবাড়িতে দেখা যায় চার মরমী মহিলা-র লড়াই । পুজোর আগে সুখ দুঃখ ভরা চার শিল্পীর জীবনসংগ্রাম খ ুঁজে দেখার চেষ্টা।

আল্পনা চন্দ্র, মমতা চন্দ্র, ঝুমা চন্দ্র ও মাধবী চন্দ্র, ওরা চার জা। দুঃখের মিল, ওদের সবার স্বামী প্রয়াত।সংগ্ামী মিল, ওরা সবাই মৃৎ শিল্পী। ওরা সবাই মাটির প্রতিমা গড়ে। দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষী থেকে জগদ্ধাত্রী কার্তিক।ওরা হাওড়া 'কুমিরটুলী'র চার লড়াকু রমনী।

মৃৎশিল্পী গ্াম থলিয়া গ্ামের চন্দ্র, দাস, রাম ও রক্ষিত মিলে ৫০-৬০ ঘর শিল্পী পরিবার।সারা বছর ধরেই তৈরি করে নানা প্রতিমা।

আমতা থলিয়ার দামোদরের কোল ঘেঁষে চার মরমী রমনীর বাড়ি ।থলিয়া বাজারে, ঠাকুর ঘর চন্দ্রদের বাড়ি বললে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় সবাই। ওদের বাড়ির আগে থলিয়া ইউনিয়ন হাই স্কুল।

নানা অসুখে একে একে প্রয়াত হন চন্দ্র বাড়ির পশুপতি চন্দ্র, অজয় চন্দ্র , রমেশ চন্দ্র ও বিজয় চন্দ্র।বিজয় চন্দ্র ছিলো প্রতিবন্ধী। মাটির প্রতিমা শিল্পে ওদের চার ভাইয়ের ছিল যথেষ্ট নামডাক।পেশা জীবন জীবিকা বেড়ে ওঠায় কেবলই ছিল পলি মাটির সুর। স্বামী বেঁচে থাকা কালীন একটু একটু করে ওরা শিখে নেয় প্রতিমা তৈরির কাজ। ছেলেপুলে সামলে রান্নাবান্না করে হাত লাগায় স্বামীদের কাছে।

বর্তমানে চার পুরুষের মৃৎ শিল্প বাঁচিয়ে রেখেছে বাড়ির এই রমনীরা। রথযাত্রা থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিমা গড়ার তোড়জোড়। মাটি,খড়, বাঁশ, কাপড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্পনা, মমতা, ঝুমা ও মাধবী। নিজেদের পুত্র রাকেশ, বাদল, বিনয় ও দিনেশের কাছ থেকে তালিম নেয় প্রতিমা গড়ার এক মেটে, দু মেটে ও তিন মেটের শিক্ষা।আছে নানা আক্ষেপ।তা সত্তেও বংশের পরম্পরা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। হাসিমুখে বাড়ির বড় মরমী রমনী আল্পনা চন্দ্র জানালেন, আমরা প্রতিমা গড়ে সুখে আছি। আমাদের পুত্ররা ও প্রতিমা গড়ে।আছে প্রতিমা তৈরির মাটির সমস্যা। বেড়েছে খরচ। স্থানীয় বিধায়ক অমিত সামন্ত পুত্রদের দিয়েছেন শিল্পী পরিচিতি পত্র। স্থানীয় কোথাও মৃৎ শিল্পের উপকরণের বাজার হলে কাজের সুবিধা হয়।

'অদম্য'-র পর এবার পুজোয় নতুন রূপে আরিয়ুন ঘোষ

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়: 'অদম্য'-র পর এবার এক অচেনা লুকে ধরা দিয়েছেন অভিনেতা আরিয়ুন ঘোষ। তবে একা নন, পুজোর ঠিক মুখে এবার তাঁর পাশে দেখা পাওয়া গেছে সোমু সরকারের। নেটপাড়ায় ইতিমধ্যেই চর্চা তুঙ্গে। গত ৭ই অক্টোবর জিরো ওয়ান স্টুডিওজের ব্যানারে মুক্তি পেয়েছে পুজো স্পেশ্যাল নতুন গান 'হৃদ মাঝারের ঢেউ'। সেখানেই প্রথমবার একদম নতুন জুটিতে নজর কিরেছেন নবাগত অভিনেতা আরিয়ুন ও অভিনেত্রী সোমু। এই গানটির সব থেকে বড় পাওনা গানটির সুর এবং কণ্ঠে রয়েছেন অভিনেতা তথা সংগীত শিল্পী দেবরাজ ভট্টাচার্য। অনন্ত শ্রীবাস্তবের প্রযোজনায় এবং সম্মান রায়ের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছে এই কাজ। এই ভিডিওর গানে কাশফুলের শোভায় মায়ের আগমন কালের তরুন তরুনীর প্রেম আলাপ ও

প্রেমের জোয়ারের গা ভাসিয়ে দেওয়ার গল্প ফুটে উঠেছে। প্রস্ফুটিত হয়েছে উৎসবের ভিড়ে নতুন এক প্রেমের গল্প। জিরো ওয়ান স্টুডিওর ।দ্রষ্ঠ্ন্ত্র চ্যানেলে স্টিমিং হয়ে গেছে এই গানটি। পল্লীবাংলার বুকে শরতের আগমনের পটভূমিতে নির্মিত এই গানটি বেশ মধুর। পরিচালক জানিয়েছেন, 'দুর্গা পুজোর আবহাওয়ায় নির্মিত এই সংগীতটি প্রেম ও সম্পর্কের সীমাহীন এবং অনন্ত অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে। আশা করি এই মিউজিক অ্যালবাম টি দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হবে। সোমু এবং আরিয়ুন তাদের যথাসাধ্য অভিনয় প্রচেষ্টায় কৃশানু আর সুনিতার চরিত্রটি এই মিউজিক অ্যালবামে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছে। দেবরাজ দার গ্রাম্য পরি পটভূমির উপর ভিত্তি করে গাওয়া গানটি অভূতপূর্ব। এদের সকলকেই আমার কুর্ণিশ'

2nd Round 100 PUJO

- SIMLA SPORTING CLUB
- BRINDABAN MATRI MANDIR
- DUM DUM PARK BHARAT CHAKRA CLUB
- DUM DUM PARK SARBOJANIN DURGA PUJA SAMITY
- SARKAR BAGAN SAMMILITA SANGHA
- WELLINGTON NAGARIK KALYAN SAMITY
- ULTADANGA KARBAGAN SARBAJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- DUM DUM TARUN DAL
- MANIKTALA ANCHALIK SAMITY
- SOVABAZAR BENIATOLA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- TALTALA SARBAJANIN SARADIYA PUJA COMMITTEE
- NEWTOWN BC BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- BOSEPUKUR SITALA MANDIR DURGOTSAB COMMITTEE
- HARIDEVPUR ADARSHA SAMITY
- NAKTALA UDAYAN SANGHA
- BEHALA CLUB SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- SANTOSHPUR TRIKON PARK SARBOJANIN DURGOTSAB PUJA
- SHYAMA PALLY SHYAMA SANGHA
- VIVEKANANDA PARK ATHLETIC CLUB
- BAGHAJATIN VIVEKANANDA MILAN SANGHA
- HAZRA PARK DURGOTSAB (organised by Kolkata Poura Karmachari)
- BAKUL BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB
- BAGHAJATIN TARUN SANGHA
- BARISHA NETAJI SANGHA
- TARUN MATRI SEVAK SAMITY
- GARIA BAISHNABGHATA DURGOTSAB SAMITY JATRA SURU SANGHA
- NETAJI NAGAR DURGOTASAB COMMITTEE (BASTUHARA SAMITY)
- DHAKURIA SAHID NAGAR SARBAJANIN DURGAUTSAV COMMITTEE
- SELIMPUR PALLI SARBAJANIN
- SODEPUR SARBOJANIN DURGOTSAV
- VIDYASAGAR CENTRAL CLUB

- KUMARTULI SARBOJANIN DURGOTSAV
- GOURI BERIA SARBOJANIN DURGOTSAB-O-PRADARSHANI
- MITALI KANKURGACHI
- PATHURIA GHATA PANCHER PALLI SARBOJANIN DURGOTSAB
- SWADHINATA DIBAS UTSAB UDJAPAN SAMITI
- NALIN SARKAR STREET SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- AHIRITOLA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- JORABAGAN CHHATRA SANGHATI
- KANKURGACHI JUBAK BRINDA
- SURA SPORING CLUB

- PALLY UNNAYAN SAMITY PASCHIM PUTIARY
- SAHAPUR MITALI SANGHA
- FRIENDS AND ASSOCIATES
- ADI BALLYGUNGE SARBOJONIN DURGA PUJA PARISHAD
- GOPAL DOCTOR ROAD JUBAK SANGHA
- SAHAPUR SARBOJANIN DURGA PUJA COMMITTEE (EAST)
- BHOWANIPUR MUKTADAL
- NANDANKANAN SARBOJONIR DURGOTSAV, KHARDAHA
- PATIPUKUR AZAD HIND SANGHA

- SURIR BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- DUMDUM PARK TARUN SANGHA PUJA COMMITTEE
- KUMARTULI PARK SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- MASTERDA SMRITI SANGHA
- CHOREBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- MANICKTALA CHALTABAGAN LOHAPATTY DURGAPUJA COMMITTEE
- SIKDAR BAGAN SADHARAN DURGOTSAV
- TALA BAROWARI DURGOTSAV SAMITY
- SARBOJANIN DURGOTSAB SIMLA BAYAM SAMITY
- ULTADANGA BIDHAN SANGHA
- DUMDUM PARK YUBAK BRINDA
- CHALTABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- SWAPNAR BAGAN YUBAK BRINDO
- TALA PRATTOY
- HATIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- DARPANARAYAN TAGORE STREET PALLY SAMITY(POSTA)
- BELIAGHATA 33 NO.PALLI BASHI BRINDA
- KASHI BOSE LANE DURGA PUJA SAMITY
- EC BLOCK RESIDENTS' ASSOCIATION
- BC BLOCK RESIDENTS ASSOCOATION DURGA PUJA
- NEWTOWN CA BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- KIDDERPORE SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- THAKURPUKUR STATE BANK PARK SARBOJANIN
- KENDUA SHANTI SANGHA DURGA PUJA COMMITTEE
- SANTOSHPUR LAKEPALLY
- SHAKUNTALA PARK NETAJI SANGHA
- 41 PALLY CLUB
- SURUCHI SANGHA
- BEHALA FRIENDS
- RUPCHAND MUKHERJEE LANE SARBOJANIN DURGOTSAV
- PURBACHAL SARBOJANIN DURGA PUJA
- VIVEKANANDA SPORTING CLUB HARIDEVPUR
- HALTU NANDIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- BALLYGUNGE CULTURAL ASSOCIATION
- BOSEPUKUR TALBAGAN SARBOJANIN
- PUTIARY CLUB SARBOJANIN DURGOTSAB
- BEHALA DEBDARU FATAK SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- BEHALA SREE SANGHA

- KALIGHAT SREE SANGHA
- BADAMTALA ASHAR SANGHA
- BARISHA CLUB
- AJEYA SANGHATI
- PATHAK PARA SARBOJANIN DURGA PUJA
- 25 PALLY CLUB
- BEHALA NUTAN DAL
- RAJDANGA NABA UDAY SANGHA
- 66 PALLI
- CHETLA AGRANI CLUB
- BEHALA MUKUL SANGHA
- NETAJI JATIYA SEBADAL

১৩০০০ পুনর্ব্যবহার হওয়া প্লাস্টিকের পেন দিয়ে এবার দুর্গাপ্রতিমা তৈরি হয়েছে ত্রিধারা সম্মিলনীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার সবচেয়ে বড় উৎসবের সময় লিঙ্ক লিমিটেডের পেন্টোনিক, শিল্পী চন্দ্রনাথ সাহার (তিলক)- তৈরি এক অভিনব দুর্গা প্রতিমা উপস্থাপন করছে। যা পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিককে এক অসাধারণ নতুন রূপ দিয়েছে।যা মূলত কাগজে শব্দ ফুটিয়ে তোলার জন্য তৈরি, এবারের দুর্গাপূজায় তা ধারণ করতে চলেছে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রূপ ও অনন্য পরিচয়। কলকাতার ত্রিধারা সম্মিলনীতে, লিঙ্ক লিমিটেডের লেখার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড পেন্টোনিক, পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক উপাদান- প্রায় ১৩,০০০ পেন্টোনিক পেন এবং ১৩, ০০০ রিফিল ব্যবহার করে একটি দুর্গা প্রতিমা উপস্থাপন করছে। প্রায় ৫.৫ ফুট উচ্চতা, ৪.৫ ফুট প্রস্থ এবং ৩ ফুট গভীরতার এই বৃহৎ ইনস্টলেশনটির পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী চন্দ্রনাথ সাহা (তিলক)।

এই শিল্পকর্মটি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসবের দৃশ্যগত ভাষার সঙ্গে একটি দৈনন্দিন লেখার উপকরণকে একীভূত করেছে। হাজার হাজার পুনর্ব্যবহৃত পেন একত্রিত হয়ে মা দুর্গার একটি একক ভাস্কর্য তৈরি করেছে, যা একটি পরিচিত উপাদান এবং একটি চিরস্থায়ী সাংস্কৃতিক প্রতীকের মধ্যে এক চমকপ্রদ সংমিশ্রণ সৃষ্টি করেছে।

এই স্থাপনাটি ত্রিধারা সম্মিলনীর মূল দুর্গাপূজা প্রতিমার পাশে স্থাপিত একটি বিশেষ শিল্পকর্ম এবং এটি প্রচলিত প্রতিমার বিকল্প নয়। মূল প্রতিমাটি প্রথাগত বিসর্জন রীতিতেই বিসর্জন দেওয়া হবে, কিন্তু পেন্টোনিক শিল্পকর্মটি বিসর্জন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে। পূজা শেষে, পেনের তৈরি এই স্থাপনাটি আলাদাভাবে খুলে ফেলা হবে এবং এর উপকরণগুলো পুনর্ব্যবহার করে নতুন পেন তৈরি করা হবে। এই পদ্ধতিটি একটি বাস্তব উদাহরণ দেয় যে, পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি পণ্য কেবল একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা একবার ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে পুনরায় নতুন জীবন ফিরে পেতে পারে।

পেন্টোনিকের জন্য এই প্রকল্পটি এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, ডিজাইন কেবল বাহ্যিক রূপ বা কার্যকারিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের চিন্তাভাবনা ও সাধারণ উপাদানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হাজার হাজার লেখার উপকরণকে একটি শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে, এই ইনস্টলেশনটি কলকাতার অন্যতম শক্তিশালী একটি গণ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সেই ধারণাটিকে স্থাপন করেছে।

শিল্পী শ্রী চন্দ্রনাথ সাহা (তিলক)-এর জন্য এই প্রকল্পটি ছিল মা দুর্গার রূপ ও উপস্থিতিকে একটি অপ্রচলিত উপাদানে রূপান্তর করা, যেখানে বিষয়বস্তুর দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য এবং আবেগিক অনুরণন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। লিঙ্ক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীপক জালান বলেন, 'আমরা মানুষকে দেখাতে চেয়েছি পেনের মতো একটি পরিচিত সাধারণ জিনিসকে লেখার মাধ্যমের বাইরে গিয়ে নতুন করে দেখা সম্ভব। পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ১৩, ০০০ পেন্টোনিক পেনকে একত্রিত করে 'দুর্গা' সৃষ্টি করাটা ডিজাইনের সম্ভাবনার এক শক্তিশালী প্রকাশ। আমাদের কাছে এর তাৎপর্য কেবল এই ইনস্টলেশনের বিশালতার মধ্যেই নিহিত নয়, বরং একটি লেখার উপকরণ থেকে শিল্পকর্মে এবং সেখান থেকে আবার একটি নতুন পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার উপাদানটির যাত্রাপথের মধ্যে নিহিত রয়েছে। দুর্গাপূজার সময় কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে এই ধারণাটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এটিকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ না হারিয়ে সমসাময়িক অভিব্যক্তিকে আপন করে নেওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই শহরের, আর এই ইনস্টলেশনটি সেই কথোপকথনের অংশ হওয়ারই আমাদের একটি প্রয়াস।'